ঋণ-পরিশোধ

শ্রীযশোদেব পাঠক প্রণীত।

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং,
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যং।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে,
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ॥

মালবিকাগ্নিমিত্র।

প্রথম সংস্করণ।

Calcutta.

PRINTED BY [illegible] C. BOSE & Co.,
BOSE PRESS,
[illegible]ECHOO CHATTERJEE'S STREET

April 1898.

শ্রীশ্রীসরস্বত্যৈঃ নমঃ

সাধ—

মন্দোঽহং মূঢ়মতিঃ,

দুস্তরং সাগরং

তরিতে তথাপি

হৃদে বাসনা যাগে গো

ক্ষুদ্রোঽহং খর্ব্বাকৃতিঃ

শিশিরশুভ্রাংশুং

গগনে ! তথাপি

ধরিতে যায় সাধ গো।

শ্রীমহাদেব পাঠক।

দীননাথের দুর্দিন পড়িল। অবস্থা ক্রমে [illegible] হইতে লাগিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রমথনাথ চাকুরী অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন; কিন্তু বেনারসে গিয়া বিসূচিকা রোগে অকালে কালের করাল-গ্রাসে পতিত হন। দীননাথের দুঃখ দিনদিন বাড়িতে লাগিল। পুত্রশোক, অর্থহীনতা, অভাব, ঋণ, শত্রুর লাঞ্ছনা প্রভৃতিতে যারপরনাই যন্ত্রণা পাইতে লাগিলেন। যেখানে একদিন রাজত্ব করিয়াছেন সেখানে আর দীনভাবে থাকিতে না পারিয়া বেনারসে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

আর একটি কথা —

নিকটস্থ অশোক গ্রামের বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা চারুশশীর সহিত প্রমথনাথের বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং এক্ষণে যৌবনারম্ভেই তিনি বিধবা হইলেন।

তাহারপর একাদশ বৎসর বহু প্রকার দুঃখে কষ্টে অতিবাহিত হইল। পরে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল এই পুস্তকে তাহাই লিখিত আছে।

পাঠকগণের নিকট নিবেদন এই যে, পুস্তক পাঠান্তে পুস্তকের শেষে "[illegible] কথা" নামক যে পরিচ্ছেদটি লিখিত হইয়াছে তাহা একবার পাঠ করিবেন, তাহাতে এই পুস্তক খানি সম্বন্ধে অনেক কথা অবগত হইবেন।

ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক পুস্তকখানি পাঠ করিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। আমি যাহা লিখিয়াছি সমস্ত সম্ভব এবং স্বাভাবিক জানিবেন।

ঋণ-পরিশোধ।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পাপিয়া।

"চোক গ্যাল"! "চোক্‌ গ্যাল"! "চোক্‌ গ্যাল"!

পাখী ডাকিয়া উঠিল।

রজনী প্রায় প্রভাত। কৃশ সপ্তমীর শশী—উষা সমাগমে অধিকতর কৃশ শ্রান্ত পথিক—মাটীর দিকে চাহিয়া একপা একপা আকাশপথে চলিতেছেন।

পাপিয়া।

সকলেই পাখিকে দুই এক কথা কহিল। পাখী কিন্তু কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না। সে আবার ডাকিল "চোক গ্যাল"!

অবশেষে বিরক্ত হইয়া এক ক্ষীণ রমণীকণ্ঠ করুণস্বরে জানাইল "পাখিরে! আর জ্বালাস্‌নে"।

মুক্ত বাতায়ন সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধ হইয়া গেল।

রমণী কে, সে কি ভাবিতেছিল, কোথায় ভাবিতেছিল, কেন ভাবিতেছিল কাহারও কাহারও জানিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমাদের হয় না। কে কোথায় পাখির ডাকে মুগ্ধ হইতেছে, কোথায় কে বাঁশীর রবে মূর্চ্ছিত, সে সকল খোঁজে আমাদের দরকার কি? আমরা আপনার গন্তব্য পথে চলিয়া যাই। যাইতে যাইতে যদি সম্মুখে পড়ে, দেখিব, যাহা ভাল বুঝিব তাহাই করিব। অনুসন্ধান করিয়া জানার কোনও প্রয়োজন নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অবলা।

হুঃ হুঃ শব্দে দ্বিপ্রহরের বহ্নিবায়ু বহিতেছে।

ধুঃ ধুঃ করিয়া মাঠ্ পুড়িতেছে।

বিস্তৃত বালুকারাশি—কোথায় শেষ হইয়াছে তাহার স্থিরতা নাই। চতুর্দ্দিক ধূম্রবর্ণ। কোথাও একটি প্রাণী দেখা যাইতেছে না। কেবল কিছুদূরে একটি শাখাপত্রহীন বৃক্ষতলে শকুনী, গৃধিণী, হাড়গিলা প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষিজাতি উড়িতেছে বসিতেছে, এবং বসিতেছে উড়িতেছে। কিছু অগ্রে কতকগুলি জীবজন্তুর হাড় পড়িয়া রহিয়াছে, একএকটা পাঁজরের হাড় অতিশয় প্রকাণ্ড। তাহার উপর রৌদ্র পড়িয়া বোধ হইতেছে যেন প্রেতগণ খিল্ খিল্ করিয়া হাঁসিতেছে।

অতি ভয়ানক!

অবলার পক্ষে হত্যা!

তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া যাইতেছে। গ্রীষ্মে শরীর দগ্ধ হইতেছে। পুষ্করিণী নাই। বৃক্ষতল নাই। শীতল বায়ু নাই। আর নাই মৃত্যু।

কি যন্ত্রণা!

অবলার পক্ষে পাষাণতা—লৌহতা—হীরকতা!

উপরন্তু বিদ্রূপ আছে, ছলনা আছে, কর্ণে অপরের করুণ কাকুক্তির কুঠারাঘাত আছে।

অবলা

অবিদূরে লতাপাতাসজ্জিতবৃক্ষসহ শীতলবারিপরিপূর্ণ সুন্দর পয়োধি দেখা যাইতেছে। কিছু অগ্রসর হইতে হইতে কোথায় মিশিয়া যাইতেছে। আবার দেখা যাইতেছে। আবার মিশাইতেছে। কর্ণের পাশ দিয়া কোন শব্দ যেন করুণ কাঁদিয়া যাইতেছে।

অবলা কত বল ধরে? সে কত সহ্য করিবে?

মরুভূমিতে পথিকেরা শূন্যে বৃক্ষ, পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রায়ই দেখিয়া থাকেন। অগ্রসর হইতে হইতে তাহা ক্রমশঃ অন্তর্হিত হয়। পাঠকগণ! অবশ্য ইহার ব্যাখ্যা অবগত আছেন। তদ্রূপ শব্দও শুনা যায়। বোধ হয় অতি নিকটেই শব্দ হইতেছে, কিন্তু শব্দও নিকটের নহে, বৃক্ষপুষ্করিণীও শূন্যের নহে। তাহারা কোন বৃক্ষপুষ্করিণীর প্রতিবিম্ব, বায়ুস্তরে প্রতিফলিত মাত্র। শব্দও তদ্রূপ। যাহাহউক ইহা হইতে জানা যায়, নিকটে হউক, দূরে হউক, পুষ্করিণী বৃক্ষ আছে। শব্দও আছে।

দারুণ তৃষ্ণা! অগ্রসর হওয়া যাউক। দেখি বৃক্ষ, পুষ্করিণী, শব্দ কোথায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মেঘ সরিয়াছে

গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়ুম্।

চড়্ চড়্ চড়্ চড়্ চ—ড়্—ড়্—ড়্।

প্রভৃতি কত ভয়ানক ডাক ডাকিয়াছে। কত শিশু কাঁদিয়াছে। কত বৃক্ষ পড়িয়াছে। কত কৃষক মরিয়াছে।

সোঁ সোঁ হোঁ হোঁ বোঁ বোঁ।

শব্দে কত ভয়ানক ঝড় বহিয়া গিয়াছে। কত বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ পড়িয়া গিয়াছে। কত বড় বড় নৌকা ডুবিয়াছে। কত কাক মরিয়াছে।

টিপ্ টিপ্ টুপ্ টুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্।

কত বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—মাঠে কত জল দাঁড়াইয়াছে, কত পুষ্করিণী ভরিয়াছে, কত নদী ভাসিয়াছে।

কিন্তু এখনও মেঘ ছাড়িল না। আকাশে এখনও সম্পূর্ণ মেঘ। আজ কত দিন সূর্য্যের মুখ দেখা যায় নাই। কত দিন আকাশে চাঁদ উঠে নাই। কত দিন তারকা হাসে নাই। এমনই কি চির দিন থাকিবে? কখনও না। ঐ দেখ! পশ্চিম দিকে মেঘ সরিয়া গিয়াছে। উজ্জ্বল সুনীল আকাশ দেখা যাইতেছে। অচিরে সূর্য্য দেখা যাইবে। সমস্ত মেঘ সরিয়া যাইবে। আবার চাঁদ উঠিবে, আবার তারকা হাসিবে।

এ গমনশীল পৃথিবীতে চিরদিন কখনও এক ভাবে যায় না। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ; অন্ধকারের পর আলোক, আলোকের পর অন্ধকার; রাত্রির পর দিন, দিনের পর রাত্রি; অমাবস্যার পর পূর্ণিমা, পূর্ণিমার পর অমাবস্যা; গ্রীষ্মের পর শীত, শীতের পর গ্রীষ্ম; উল্টিয়া পাল্টিয়া ঘুরিতেছে।

যদি বল সূর্য্য উঠিয়া কাজ কি, চাঁদ উঠুক। যদি বল রাত্রি হইয়া কাজ কি, সমস্তই দিন হউক। যদি বল শীত গ্রীষ্মে দরকার নাই, সমস্ত বসন্ত হউক। ভাবিয়া দেখ দেখি, রাত্রি না থাকিলে দিনের শোভা কি জানিতে? শীতগ্রীষ্ম না থাকিলে বসন্তশোভা কি বুঝিতে? বল দেখি পাতা না ঝরিলে পাতার শোভা কি? তুলনাই সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি। অতএব শীতগ্রীষ্মের অভিযোগ আমার নিকট করিও না। আমি বলি সব ভাল। মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় সমস্তই মঙ্গল।

এই মহামন্ত্র জপিয়া কোটি ক্ষুদ্র রমণী জীবন ধারণ করিতেছে, তোমরা পারিবে না? আর অধিক কথায় কাজ নাই। কয় দিন হইল বাটির বাহির হওয়া যায় নাই। মেঘ ছাড়িয়াছে। সূর্য্য উঠিয়াছে। আকাশ পরিষ্কার হইবে। চাঁদ উঠিবে। একবার ভ্রমণে যাওয়া যাউক।

বিচক্ষণ পাঠক মহাশয়! বলুন দেখি কয় দিন বাটির বাহির হওয়া যায় নাই? তাহা হইলে বুঝিতে পারিব এই পরিচ্ছেদ তিনটি বুঝিতে পারিয়াছেন কি না?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী

সম্প্রতি একজন সন্ন্যাসী অশোকবনে আশ্রম করিয়াছেন, সন্ন্যাসী কাহারও দেয় কিছুই গ্রহণ করেন না। যদি কেহ ভক্তিসহকারে ঐ মহাত্মাকে কিছু দান করেন, তিনি তাহা গরীবলোকদিগকে প্রতিদান করিয়া থাকেন। এই মহাপুরুষ সময়ে সময়ে বালক বালিকাদিগকে মিষ্টান্ন প্রভৃতি খাওয়াইয়া থাকেন, এবং সাধ্যানুসারে দরিদ্র ও অভাবী ব্যক্তিদিগের দুঃখ-মোচন করিয়া থাকেন।

ইঁহার সঙ্গে কেবল দুইজন মাত্র লোক আছে। এক জন সদাসর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকে। অপর ব্যক্তি তাঁহার খাদ্য-সামগ্রী আহরণ করিয়া আনে।

দুই চারি দিন থাকিতে থাকিতে গ্রামের বালকবালিকাগণ সন্ন্যাসীর বশীভূত হইয়া পড়িল। গ্রামের সকল লোকেরই সন্ন্যা-সীর প্রতি বড়ই ভক্তি জন্মিল। প্রাতঃকাল হইতে না হইতেই গ্রামের বৃদ্ধেরা পুষ্পচয়ণ করিতে আসিয়া মহাত্মার নিকট অভি-বাদন জানাইতেন। যুবকেরা দলে দলে তাঁহার নিকট যাইতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী সকলকে আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিতেন।

সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব কান্তি, এবং অল্প বয়স, দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেন; সন্ন্যাসী তাহাতে

উত্তর করিতেন, " মহাশয়, আমি এক জন ভদ্রসন্তান, আমার কোনও প্রকার অভাব নাই। আমি যে প্রকৃতই এক জন সন্ন্যাসী তাহা নহি। আমার সংসার জীবনে সুখ বোধ হয় না বলিয়া আমি এইরূপ সন্ন্যাসীবেশে ভ্রমণ করিয়া থাকি।

মানবচরিত্র-অধ্যয়ন এবং পরোপকার আমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।

সন্ন্যাসীর উত্তর সত্য কি না আমরা তাহা বলিতে পারি না। কেমন করিয়া বলিব? এই জগতে কত প্রকারের সন্ন্যাসী আছে কে জানে। কেহ বা বিরহের সন্ন্যাসী, কেহ বা প্রেমের সন্ন্যাসী, কেহ বা হত্যাকারী সন্ন্যাসী, কেহ বা ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী, কেহ বা প্রকৃত সন্ন্যাসী এই সকল সন্ন্যাসীমধ্য হইতে প্রকৃত সন্ন্যাসী বাছিয়া লওয়া বড় শক্ত কথা। যাহাহউক আমাদের এই সন্ন্যাসী যে এক জন ভদ্রসন্তান তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার গঠন এবং আকৃতিই তাহার প্রমান। আর ইঁহার যে কোনও অভাব নাই তাহাও সত্য। কারণ আমরা দেখিতেছি বেঙ্গল ব্যাঙ্ক হইতে তাঁহার টাকা আসিতেছে। তবে বয়স অতি অল্প তাই একটু একটু সন্দেহ হয়।

সন্ন্যাসী যুবকদিগকে নানা প্রকার সদুপদেশ দিতেন এবং তাঁহাদের সহিত নানা দেশের গল্প করিতেন। তিনি যুবকদের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিলেন। দলে দলে যুবকদল আহারান্তে আশ্রমে গিয়া গল্প, ক্রীড়া প্রভৃতিতে সময় কাটাইতে লাগিলেন। যুবকেরা গ্রাম ছাড়িয়া সদাসর্ব্বদা আশ্রমে থাকিতে লাগিলেন।

সদাসর্ব্বদা যুবকেরা আশ্রমে থাকিতেন বলিয়া অন্যান্য শ্রেণীর লোকদিগের আগমন ও কথোপকথন সম্বন্ধে বিশেষ ব্যাঘাত

হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী তাহা বুঝিতে পারিয়া সময়ের বন্দবস্ত করিলেন। প্রাতঃকাল বৃদ্ধদিগের নিমিত্ত, মধ্যাহ্ন হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত যুবকগণের নিমিত্ত, অপরাহ্ণ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকদিগের নিমিত্ত এবং রাত্রিতে সন্ন্যাসী আপনার কার্য্য করিতেন, যথা পুস্তক-অধ্যয়ন, ডায়েরী লেখা, এবং চিন্তা।

সন্ন্যাসী এক জন শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত এবং ইংরাজী তিনটি ভাষাই উত্তমরূপ জানিতেন। যুবকেরা কেবল ক্রীড়াকৌতুকে সময় নষ্ট করেন দেখিয়া তিনি কতক-গুলি সংবাদ পত্র আনাইতে আরম্ভ করিলেন—যথা বঙ্গদর্শন, বঙ্গবাসী, সোমপ্রকাশ, সুরভি, আর্য্যদর্শন, নবজীবন, ভারতী ইত্যাদি। কয়েক খানি ইংরাজি পত্রও আসিত যথা Statesman (দৈনিক), Amritabazar, The Hindu Patriot, Mirror ইত্যাদি।

যুবকেরা প্রচুর কার্য্য পাইলেন। সংবাদপত্র পাঠ করিতেই তাহাদের সময় কাটিয়া যাইত। সংবাদ পত্র পড়িবার জন্য পার্শ্বস্থ অন্যান্য গ্রাম হইতে শিক্ষিত ব্যক্তিরা আসিতে লাগিলেন। এমন কি নিকটবর্ত্তী আদর্শনগর হইতে কেহ কেহ আসিতে লাগিলেন।

এইরূপে সন্ন্যাসী দেশবিখ্যাত হইলেন। দেশময় রাষ্ট্র হইল যে অশোকবনে একজন নূতন চরিত্রের সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। তাঁহার আশ্রমে ইংরাজি, বাঙ্গালা, দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, বহুসংখ্যক সংবাদ পত্র আইসে। সন্ন্যাসী এক জন শিক্ষিত ব্যক্তি, তিনি ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত উত্তমরূপ জানেন। অধিকন্তু তাঁহার কোনও অভাব নাই—প্রচুর অর্থ।

কেহ ভাবিল সন্ন্যাসী কোন অপরাধযুক্ত ব্যক্তি, ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছেন। কেহ ভাবিল তিনি এক জন ডিটেক্টিভ। কেহ কেহ তাঁহার কথাতেই বিশ্বাস করিল। তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে এক জন মহাত্মা বলিয়া স্থির করিলেন—বিশেষতঃ অশোকগ্রামের লোকেরা।

সন্ন্যাসীর দয়াদাক্ষিণ্যের কথাও রাষ্ট্র হইল। রোগী, ভোগী, ত্যাগী, দুঃখী, সকল প্রকারের লোক নানা স্থান হইতে সন্ন্যাসি-দর্শনার্থ অশোকবনে আসিতে লাগিল। রোগীরা ঔষধের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে লাগিল। দুঃখী ব্যক্তিরা তাহাদের দুঃখের কথা জানাইতে লাগিল। কেহ বা উত্তম জ্যোতিষী ভাবিয়া কর দেখিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী কিন্তু কেবল যথাসাধ্য অর্থদান করিয়া দুঃখী ব্যক্তিদিগের দুঃখমোচন করিতেন।

এইরূপে সন্ন্যাসী সকলের হৃদয় অধিকার করিলেন। সকলেই তাঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন। কেবল চোর এবং অপরাধী ব্যক্তিরা ডিটেক্টিভ আশঙ্কা করিয়া তাঁহার নিকট আসিতে সাহস করিত না। নানা দেশ হইতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ঐ নূতন চরিত্রের সন্ন্যাসি-দর্শনার্থে অশোকবনে আসিতে লাগিলেন।

প্রায় দ্বাদশবৎসর অতীত হইল, কি ততোধিক, অশোকবনে আর পূর্ব্বের মত মেলা বসে না, অতিথিসেবা হয় না, সাধুজনেরা আশ্রয় করেন না। যাহাহউক এত দিন পরে আবার অশোকবনে লোকজনের যাতায়াত আরম্ভ হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রিয় ও রাম।

যুবকদলের মধ্যে দুইটি যুবক সন্ন্যাসীর বড় প্রিয়পাত্র হইলেন। একটির নাম প্রিয় অপরটির নাম রাম। সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে সন্ধ্যার পরেও আশ্রমে আসিতে অনুমতি করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ঐ যুবকদ্বয় সন্ধ্যার পরেও আশ্রমে আসিতেন। সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে নানাবিধ সদুপদেশ ও শিক্ষা দান করিতেন।

সন্ন্যাসীর দয়া ও দানের স্বাদ ঐ স্থানের অধিকাংশ লোকেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যুবকদ্বয় স্বভাবতঃই অতিশয় দয়ালুহৃদয়। ইঁহারা যখন কাহারও দুঃখ বা কষ্ট দেখিতেন ঐ সন্ন্যাসীকে জানাইতেন। সন্ন্যাসী যথাথাসাধ্য অর্থ দিয়া তাহাদের দুঃখ মোচন করিতেন।

যুবকদ্বয়, চারুশশী এবং তাহার মাতার কষ্ট দেখিয়া বড়ই আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছিলেন। চারুশশীর মাতা অদ্য প্রিয়দের বাটীতে চাউল ধার করিতে গিয়াছিলেন। প্রিয় তাহা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন, এবং অদ্যই সন্ন্যাসীর নিকট ইহাঁদের কথা জানাইবেন এমত সংকল্প করেন। তাই আজি সন্ধ্যার পর প্রিয় এবং রাম শীঘ্র শীঘ্রই আশ্রমে আসিলেন।

প্রিয়—মহাশয় অদ্য আপনাকে একটি বড়ই শোচণীয় বার্ত্তা জানাইতে আসিয়াছি। আমাদের গ্রামের একটি ভদ্রপরিবার যে কি কষ্টে কালযাপন করিতেছেন তাহা বর্ণনার অতীত। শুনিলে পাষাণ হৃদয় গলিয়া যায়।

সন্ন্যাসী—বল, সাধ্যমত উপকার করিব।

প্রিয়—যে পরিবারটির কথা বলিতেছি উঁহারই পূর্ব্বে ঐ গ্রামের জমিদার ছিলেন। ধনে মানে উঁহাদের তুল্য এ গ্রামে আর কেহই ছিলেন না। অধিকন্তু আদর্শনগরের শ্রীদীননাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, নাম অবশ্য শুনিয়া থাকিবেন, উঁহাদের কুটুম্ব। তাঁহার পুত্র ৺প্রমথনাথের সহিত ৺বিপ্রদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী চারুশশীর বিবাহ হয়। কিন্তু এ দুঃখের জগতে চিরদিন সমান যায় না। ক্রমে ৮১ সালের ঝড়ে দীননাথের ব্যবসা নষ্ট হইয়া যায়। তিনি বড়ই কষ্টে পড়িলেন। তাঁহার পুত্র প্রমথনাথ চাকুরীর অনুসন্ধানে বহির্গত হন; কিন্তু বেনারসে গিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহারপর পুত্রশোকার্ত্ত দীননাথ স্বদেশে নানা প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়া দেশত্যাগপূর্ব্বক বেনারসে বাস করিতেছেন। অকালে-বিধবা বালিকা চারুশশী শ্বশুরের সঙ্গে বেনারসে যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বিচক্ষণ শ্বশুর মহাশয় তাঁহার কষ্ট হইবে ভাবিয়া তাঁহার পিতার নিকট রাখিয়া যান। যাহাহউক যত দিন তাহার পিতা জীবিত ছিলেন তত দিন পর্য্যন্ত চারুশশী এবং তাহার মাতার কোনপ্রকার কষ্ট হয় নাই। দুই বৎসর হইল তাঁহার

পরলোক হইয়াছে। কিন্তু তত্রাচ ইঁহাদের কষ্ট হয় নাই। আদর্শনগরের গোবিন্দচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এক জন বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র। তিনি চারুশশীর স্বামী প্রমথনাথের বাল্যবন্ধু। তিনি ইঁহাদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর অবধি ইঁহাদের কষ্টের পরিসীমা নাই।

সন্ন্যাসী—তাঁহার পরলোক হইয়াছে—সে কত দিন?

প্রিয়—প্রায় ছয় মাস।

রাম—আর চারুশশী খুব ভাল মেয়ে। সে প্রকৃত সতী—তাহার উপর কত যে অকথ্য অত্যাচার হইয়া গিয়াছে তাহা আপনার মত গুরুজনের নিকটে অকথনীয়। তত্রাচ সে তাহার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছে।

সন্ন্যাসী—এ বিষয় আমার শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে, বল, তাহাতে কোন দোষ নাই। তাহাহইলে অত্যাচারীদিগের শাস্তির উপায় করিতে পারিব।

এই গ্রামের বর্ত্তমান জমিদারই এই সকল অত্যাচারের মূল। গ্রামের সমস্তলোকেই তাঁহার অত্যাচারে অস্থির হইয়াছেন। অতএব সকলেই তাঁহার উপর বিশেষ রুষ্ট। বিশেষতঃ এই যুবকদ্বয়। যুবকদ্বয় শাস্তির উপায় হইতে পারে শুনিয়া অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কহিতে লাগিলেন—

প্রিয়—"মহাশয় আদর্শনগরের নিশানাথ বাবু আমাদের গ্রামের বর্ত্তমান জমিদার। তিনি অতিশয় নীচ প্রবৃত্তির লোক। তিনি চারুশশীর জন্য না করিয়াছেন এমন কার্য্যই নাই। নৃশংস সতীকে যাপরনাই কষ্ট দিয়াছিল। কিন্তু স্বর্গীয় গোবিন্দ-

চন্দ্র তাহার সহায় হইয়া তাহাকে রক্ষা করেন। আপনাকে সংক্ষেপে জানাইলাম।

সন্ন্যাসী—এক্ষণে আর কোন প্রকার উপদ্রব হয় কি ?

প্রিয়—এক্ষণে আর সে সকল উৎপাত কিছুই নাই।

রাম—মহাশয়! এক্ষণে যদিও সে সকল উপদ্রব আর কিছুই হয় না, কিন্তু উহাদের বড়ই কষ্ট হইয়াছে। যথার্থ সাহার্য্যের পাত্র। আশা করি আপনি উহাদের অবস্থা প্রতি একটু মনোযোগ করিবেন।

সন্ন্যাসী—আচ্ছা, আমি উঁহাদের সহায় হইলাম। বলিও তাঁহাদের আর কোন চিন্তা নাই।

এই বলিয়া সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে দিবার নিমিত্ত পঞ্চশত টাকা দিলেন। এবং নিশানাথের শাস্তিসম্বন্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। যুবকদ্বয়ের তাহাতে বড়ই আনন্দ হইল। সন্ন্যাসী আরও কহিলেন যে, তিনি ঐ গ্রাম খরিদ করিতে প্রস্তুত আছেন।

তাহাতে যুবকদ্বয়ের আরও আনন্দ হইল। তাঁহারা কহিলেন 'নিশানাথ বাবুরও ঐ গ্রাম আর রাখিতে ইচ্ছা নাই, আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি। কেবল তাঁহার নিকট জানাইলেই হইবে।"

সন্ন্যাসী তাহাতে তাহাদিগকে চেষ্টা করিবার অনুমতি দিলেন। এইরূপ কথোপকথনে রাত্রি হইয়া উঠিল। যুবকদ্বয় বিদায় লইলেন।

সন্ন্যাসী আহারাদি সমাপ্ত করিয়া ডায়েরী লিখিলেন, এবং একাকী বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন, কে জানে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চারুশশী ও মাতা

চারুশশীর মাতা কয় দিন ধরিয়া, কাহারও নিকট চাউল, কাহারও নিকট বা ডাউল, এইরূপ ধার করিয়া চালাইতেছেন; বেনারস হইতে বৈবাহিক মহাশয় যে মাসিক পাঁচ টাকা পাঠান তাহাও আসিয়া পঁহুছিল না। চারুশশী এবং তাহার মাতা উভয়ে বড়ই চিন্তিত হইলেন—প্রত্যহ লোকের নিকট ধার করিয়া আর কত দিন চলিবে, আর লোকেই বা প্রত্যহ কত ধার দিবে। তাই মায়েঝিয়ে অশোকগ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক বেনারসে যাইবেন এমত যুক্তি করিতেছেন।

এমন সময়ে হঠাৎ রাম এবং প্রিয় তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন—"অদ্য একটি বড়ই সুখবর আছে—অশোকবনের সন্ন্যাসীকে আপনাদের কষ্টের কথা আদ্যোপান্ত সমস্ত জানাইয়াছিলেম। তাহাতে তিনি আপনাদিগকে এই পঞ্চশত টাকা দান করিয়াছেন, গ্রহণ করুন। এবং আপনাদিগকে বলিতে বলিয়াছেন যে, অদ্য হইতে আপনাদের সমস্ত ভার তিনি গ্রহণ করিলেন। আপনারা আর কোনও চিন্তা করিবেন না। তিনি আপনাদের কষ্ট শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন।"

এই কথা শুনিয়া মাতা ও কন্যা উভয়ে যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। প্রিয় ও রামকে শত শত ধন্যবাদ দিতে

লাগিলেন। এবং সন্ন্যাসীর জন্য চিন্তিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রিয় তাঁহার বিদায় লইলেন।

অদ্য নিঃসহায়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত মাতার অন্নচিন্তা অনেকটা লাঘব হইল। তিনি ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ জানাইতে লাগিলেন। এবং সেই দয়াবান মহাত্মা সন্ন্যাসীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবার সংকল্প করিলেন।

পঞ্চশত টাকা পাইয়া মাতার অনেকটা সাহস হইল। পরদিন তিনি সমস্ত ধার শোধ করিলেন।

চারুশশী মাকে কহিলেন "সন্ন্যাসী আমাদের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, আমাদের আর কোন চিন্তা নাই; কিন্তু আমার শ্বশুর মহাশয়, এবং আমার সহোদরতুল্য দেবর বেনারসে বড় সুখে নাই। তাঁহাদেরও বিশেষ অভাব। তাঁহাদিগকে এই পঞ্চশত টাকা হইতে চারিশত টাকা পাঠাইয়া দেওয়া হউক, তাহাতে তাঁহাদের অনেক উপকার হইতে পারিবে।"

মাতা কন্যার প্রস্তাবে কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না। তাহাতেই স্বীকৃতা হইলেন, এবং টাকা পাঠাইবার নিমিত্ত প্রিয়র নিকট যাইলেন।

প্রিয়কে টাকা পাঠানর কথা বলিলে, প্রিয় কহিলেন "অদ্য টাকা পাঠাইবার আর সময় নাই, কল্য পাঠান হইবে।"

তিনি তাহাই স্থির করিলেন, এবং কহিলেন যে, তাঁহাকে একবার সঙ্গে করিয়া সন্ন্যাসীর নিকট লইয়া যাইতে হইবে, তিনি তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইবেন।

প্রিয় কহিলেন "দিনের বেলায় সেখানে বড় গোলমাল,

সন্ধ্যার পর যাইতে পারিলে ভাল হয়, আমি সন্ধ্যার সময় আপনার নিকট যাইব।"

মাতা তাহাই স্থির করিয়া বাটি আসিলেন, এবং চারুশশীকে সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। চারুশশী তাহাতে নিজেও যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

মাতা কহিলেন "মা! আমাদের সময় ভাল নয়, তুমি যাইলে গ্রামের পাঁচ জনায় পাঁচ কথা বলিবে। আমিই যাই, তোমাকে আর যাইতে হইবে না।"

চারুশশী তাহাতে উত্তর করিল "তোমার সঙ্গে যাইব তাহাতে আর কে কি বলিবে? আমি যাইব। যিনি আমাদের এত উপকার করিলেন, তাঁহাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা হয় না? আমি যাইব। তুমি বারণ করিও না।

"মাতা কন্যাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। যথাসময়ে রাম ও প্রিয় উপস্থিত হইলেন। মাতা ও কন্যা তাঁহাদের সঙ্গে আশ্রমযাত্রা করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কৃতজ্ঞতা।

এই চারুশশীকে আমার বড় ভাল লাগে। আমি তাহাকে নয় বৎসর বেলা অবধি দেখিতেছি, তাহার একটুকু মাত্র দোষ নাই। তবে বলতে গেলে দোষ ছাড়া মানুষ দেখা যায় না। আমাদের চারুশশীরও একটু দোষ ছিল এখন তাহা আছে কি না বলিতে পারি না। সে বড় অভিমানী মেয়ে ছিল। কথায় কথায় তাহার অভিমান হইত, কিন্তু তাহা অপরের কাছে নয়, নিজের স্বামীর কাছে, মায়ের কাছে, বাপের কাছে।

চারুশশীর গুণের কথা আর কি বলিব, সে লক্ষ্মী, গুণসিন্ধু গুণের ভাঁড়া—আর অধিক বলিব না। ইহাতেই হয় ত কেহ বলিয়া বসিবেন "ইহাতে আমার কিছু স্বার্থ আছে।" আর স্বার্থের বাজারই বটে—স্বার্থ ভিন্ন কেহই কথা কহেন না স্বার্থ ভিন্ন কেহই চলেন হাটেন না, স্বার্থ ভিন্ন কেহই নড়েন বসেন না।

আমি যে এই পুস্তক খান লিখিতেছি, ইহাতে কি আমার স্বার্থ নাই? অবশ্য আছে। কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি চারুশশীর গুণবর্ণনায় আমার কিছুমাত্র স্বার্থ নাই।

যাহাহউক কেবল গুণের কথা বলিলে কি হইবে। আজকাল আবার রূপ চাই। তা আমাদের চারুশশীর রূপও যথেষ্ট আছে। কিন্তু আমি ত অধিক বলিব না। তবে অল্পের মধ্যে বলি—রূপে সে একটি অপ্সরা। পূর্ণ যৌবন——ভরা নদীর মত।

বয়স যদিও পঞ্চবিংশতি, কিন্তু তাহাকে দেখিয়া তাহা বোধ হয় না।

একটি কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, সে বিধবা—হাতে কিছু নাই, পায়ে কিছু নাই, চুল খোলা।

পাঠকগণ! সেই প্রত্যুষে যে রমণীর কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলেন ঐ দেখুন! স্থির, ধীর, মৃদু, মধু, মর্ত্তে-স্বর্গ, অথবা স্বর্গে-মর্ত্ত-কেমন আশ্রমে আসিতেছেন।

চারুশশীর মাতা, চারুশশী, প্রিয় এবং রাম সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইলেন। চারুশশীর মাতা ও চারুশশী সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলে সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং মাতাকে কহিলেন "ও কি মা, আপনি যে আমার মা, আমাকে প্রণাম কেন?"

সন্ন্যাসী তাহারপর প্রিয় ও রামকে ইহাঁদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা সমস্ত কহিলেন।

চারুশশীর মাতা সন্ন্যাসীর সহিত এইরূপে আলাপ করিতে লাগিলেন—

"বাবা! আপনার অনুগ্রহে আমাদিগকে যারপরনাই চমৎকৃত করিয়াছে। আমরা কখনও এরূপভাবে অশোকবনে আসি নাই। কিন্তু বাবা! অদ্য আপনার অপরিমেয় দয়ায় আমাদিগকে হেথা আসিতে বাধ্য করিয়াছে। আপনি আমাদের সহৃদয়-কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুণ। আর ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি অচিরে আপনার যেন অভীষ্টলাভ হয়"।

সন্ন্যাসী—মা! আপনারা এখানে না আসিলেই পারিতেন। বলিয়া পাঠাইলে আমিই আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতাম। যাহাহউক মা! আপনারা আর কোন

চিন্তা করিবেন না। আমি আপনাদিগের সমস্ত ভার গ্রহণ করিলাম। প্রিয় ও রাম দ্বারা আমি প্রত্যহ আপনাদের খবর লইব। আপনারা আর চিন্তা করিবেন না।

সন্ন্যাসী তাহারপর চারুশশীর প্রতি লক্ষ করিয়া কহিলেন "মা ইনিই আপনার কন্যা"।

মাতা কহিলেন "হ্যাঁ বাবা"।

তাহাতে সন্ন্যাসী চারুশশীকে কহিলেন—"সতি! তুমি আর কোনও চিন্তা করিও না। তোমার গত বিপদের কথা আমি সমস্ত শুনিয়াছি। সেই পিশাচ নিশানাথকে সমুচিত শাস্তি দিব।

চারুশশী কিঞ্চিত অধোবদনা হইয়া রহিল।

প্রিয় তাহারপর টাকা পাঠানর কথা সন্ন্যাসীকে জানাইলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, সে জন্য তাঁহাদিগকে টাকা পাঠাইতে হইবে না। তিনি ইতিপূর্ব্বেই তাঁহাদের দুঃখের কথা শুনিয়া বেঙ্গল ব্যাঙ্ক পঞ্চসহস্র টাকার অর্ডার পাঠাইয়াছেন। বোধ হয় এতদিন তাঁহারা টাকা পাইয়া থাকিবেন।

এই কথা শুনিয়া চারুশশী যারপরনাই আনন্দিতা হইল। সে সন্ন্যাসীকে এইবার আর কথা না কহিয়া থাকিতে পারিল না। সে কহিল—

"প্রভু! আপনি মনুষ্য কি দেবতা আমার সন্দেহ হয়, আমি ভক্তি সহকারে আপনাকে প্রণাম করিতেছি"।

এবং প্রণাম করিল।

রাত্রি হইতেছে দেখিয়া সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে বাটি যাইতে অনুমতি করিলেন। তাঁহারা প্রিয় ও রামের সহিত গৃহে ফিরিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন।

সন্ন্যাসীর গুণেই হউক, রূপেই হউক, বা উভয়েই হউক, তাহা আমরা জানি না, চারুশশীর মনে আজি মহাগোলোযোগ উপস্থিত হইল। সে নির্জ্জনে বসিয়া এইরূপে ভাবিতে লাগিল—

"দেব! আপনি কখনই মানব নহেন। মানবের সাধ্য কি এরূপ পরোপকারে জীবন উৎসর্গ করে? আহা! দেব জানি না আপনি কোন কুলকে আপনার স্বর্গীয় স্পর্শে পবিত্র করিয়াছেন জানি না কোন মহাত্মা আপনাকে পুত্রভাবে পাইয়াছেন। জানি না কে সেই সতী সাধ্বী সাবিত্রী যিনি আপনাকে স্বামীভাবে পাইয়াছিলেন। অথবা ধন্য সেই রমণী যিনি এই মাননীয়, প্রশংশনীয়, অনির্ব্বচনীয় বিরহযাতনা আনন্দের সহিত সহ্য করিতেছেন। দেব! আপনার অপরিমেয় দয়া আমার এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে ক্লেশের সঞ্চার করিল কেন? আমি আপনার দয়ায় মুগ্ধ হইয়াছি—অন্ধ হইয়াছি—জ্ঞান হারাইয়াছি। এইরূপ চিন্তা করিতেকরিতে চারুশশী নিদ্রিতা হইল।

কিছুক্ষণ নিদ্রার পর সে একটি স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। স্বপ্নটির মর্ম্মার্থ এই——

"যেন এক দিন ভারি বৃষ্টি পড়্‌ছিল। বাটির উঠান ভেসে গে'ছিল। আর যেন সেই উঠানের জলে কি হারিয়েছে। সে যেন তাই খুঁজ্‌তে গেল। খুঁজতে গিয়ে ডুবে গেল। যা হারিয়েছিল

তাও পাইলনা, মাঝে থেকে প্রাণ গেল। অবশেষে কোথা হ'তে কে এক জন আসিল। তা'কে তুলিল। সে বাঁচিল। তারপর "কে তুল্লে," "কে তুল্লে" ক'রে যেন তাকে খুঁজে বেড়াতে লাগিল। অবশেষে জানিতে পারিল সন্ন্যাসী তাহাকে তুলিয়াছিল। তারপর সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভালবাসা হ'ল। সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিতে লাগিল। আর যেন তাহার স্বামী তাহাতে ভারি আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন——'

স্বপ্নটি ভাঙ্গিয়া যাইলেও সে যে স্বপ্ন দেখিতেছে তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে ভাবিতেছিল সত্য সত্যই বুঝি সে সতীত্বে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসীর সহিত ভালবাসায় পতিত হইয়াছে। তাই সে তাহার ভর্ত্তার জন্য কাঁদিতেছিল।

ক্রমে স্বপ্নের ঘোর দূর হইল। সে নিশ্চিত জাগ্রত হইল, দেখিল, সমস্ত মিথ্যা! স্বপ্ন মাত্র! তখন সে কিঞ্চিৎ স্থির হইল। কিন্তু মনের যে একটা গোলযোগ তাহা তখনও যাইল না। সে এইরূপে যুক্তিসহকারে চিন্তা করিতে লাগিল।

স্বামীর নিকট শুনিয়াছিলাম, স্বপ্ন হৃদয়ের গুহ্যতম কথা। তবে কি আমি সন্ন্যাসীকে বাস্তবিকই ভালবাসি? তবে কি আমি দ্বিচারিণী? নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই স্বপ্ন হৃদয়ের গুহ্যতম কথা! কিন্তু আবার তিনিই বলিতেন, "খনিতে কোনও ধাতু যেমন নানা বস্তুর সহিত মিশ্রিতভাবে থাকে, স্বপ্নেও ঠিক সেইরূপ হৃদয়ের কথাটি নানা কথার সহিত মিশ্রিতভাবে থাকে, কিন্তু অপরগুলি রাখিয়া আসল কথাটি পৃথক করিয়া লওয়া বড় শক্ত কথা।"

আচ্ছা! একবার ভাবিয়া দেখি দেখি সন্ন্যাসীকে ভালবাসি, কিনা? ভাল তাঁহাকে নিশ্চয়ই বাসি, সন্দেহ নাই। কিন্তু কি

ভাবে? স্বামীভাবে? কই স্বামীভাবে,ত তাঁহাকে একবারও ভাবি নাই। যতক্ষণ তাঁহার নিকটে ছিলাম তাঁহাকে কেবল দেবতা-ভাবেইত ভাবিয়াছিলাম। না! স্মরণ হ'য়েছে। একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিয়াছিলাম যেন তাঁহার মুখখানি অনেকটা আমার স্বামীর মুখের মত। স্বামীভাবে ভাবিবার মধ্যে ত এই! কিন্তু ইহাতেও কি দোষ আছে? কেহ কি তাহার প্রিয়তম বস্তুর সাদৃশ্য অন্য কোন বস্তুতেই দেখিতে পাইবেনা! পাইবেনা যদি ত দেখান কেন? স্থল কি জলপদ্ম দেখিয়া মনে করিতে পাইবে না যে তাহারও পদ্ম অনেকটা জলের পদ্মের মত?

তাই যদি না পাইবে তবে স্থলকে জলের ধারে রাখ কেন?

যা'ক! তবে আমি সন্ন্যাসীকে ভালবাসি, সত্য। কিন্তু স্বামীভাবে নহে। স্বামীর মত হইতে পারে।

আমার মন যেন বলিতেছে আমি সন্ন্যাসীকে ভাল বাসি। কিন্তু এ পোড়া জগতে ভালবাসা কি স্বামীস্ত্রীভাবে ভিন্ন আর অন্যভাবে হইতে পারে না? কেন, ভাইভগিনী, মাতাপিতা ইহাঁদের ভালবাসা কি ভালবাসা নহে?

এজগতে যাঁহারা কেবল স্বামীস্ত্রীভাবে ভালবাসা খোঁজেন, আমি বলি, তাঁহারা লম্পট এবং তাঁহাদের তৎকথিত ভালবাসা দুর্জ্জয় পশুবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যাহাহউক আমি সন্ন্যাসীকে ভালবাসি। স্বামীভাবে নহে। পিতৃভাবে, ভ্রাতৃভাবে, অথবা অন্য কোন গুরুজন ভাবে।

এইরূপ মীমাংসার পর চারুশশী পুনরায় নিদ্রা যাইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

অসুখ।

দুঃখের পর যখন সুখ হয়, তখন যেন পালে পালে ঝাঁকে ঝাঁকে কোথা হইতে সুখ আসিয়া উপস্থিত হয়। চারুশশীর মাতা সন্ন্যাসীর নিকট পঞ্চশত টাকা পাইয়াছিলেন; আবার তাহার উপর বেনারাস হইতে পঞ্চশত টাকা আসিল। টাকার উপর টাকা। সুখের উপর সুখ। দুঃখ নষ্ট হইল বটে, কিন্তু চারুশশীর মনের দুঃখ কিছুই নষ্ট হইলনা, বরং বাড়িতে লাগিল। দুই চারিটি ক্ষত এক্ষণে একটিতে পরিণত হইল। তাহার সমুদয় মন এক্ষণে সেই একটির উপর পড়িল। সে দিন দিন শুকাইতে লাগিল। সদাসর্ব্বদা সে স্বামীর চিন্তা করিতে লাগিল।

নয়নের জলে যাহাকে বিদায় করিয়াছ তাহাকে ফিরাইবে কেমনে?

অহর্নিশি ভাবিয়া ভাবিয়া চারুশশীর অসুখ হইল। সে শয্যাগত হইল। সন্ন্যাসী তাহা শুনিলেন। তিনি আদর্শনগর হইতে বিখ্যাত ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলেন। চিকিৎসা হইতে লাগিল, কিন্তু ভাল হইলনা; বরং দিন দিন অসুখ বাড়িতে লাগিল। ঔষধ না খাইলে কি রোগ ভাল হয়? চারুশশী কোন মতেই ঔষধ খাইবেনা। তাহার মনের ভাব, এই অসুখেই যেন তাহাকে মরিতে হয়, আর যেন সে না বাঁচে।

মাতা ঔষধ খাওয়াইবার জন্য অনেক বলিলেন, অনেক করিলেন। কিন্তু বৃথা। অনেকে অনেক বুঝাইতে লাগিল, কিন্তু সে কাহারও কথা শুনিল না। কোনমতেই না পারিলে, সে বলিত "বিধবাদের কি ডাক্তারি ঔষধ খাইতে আছে?"

কেহ তাহাকে পারিলনা। সে ঔষধ খাইলনা। অবশেষে সন্ন্যাসীকে জানান হইল। তিনি আশ্রম হইতে আসিলেন, এবং চারুশশীকে বুঝাইতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী— তুমি ঔষধ খাওনা কেন? সত্য বলিবে, আমার সম্মুখে মিথ্যা বলিওনা।

চারুশশী— বিধবাকে কি ডাক্তারি ঔষধ খাইতে আছে!

স— আছে। আমি বলিতেছি আছে, তুমি ঔষধ খাও।

চ.— কবে খাইব।

স— এখনি খাও। আমি তোমার খাওয়া দেখিয়া যাইব।

চারুশশী ভাবিল সন্ন্যাসী ত ঔষধ না খাওয়াইয়া যাইবেন না। তাই সে বলিল "আমি ডাক্তারি ঔষধ খাইতে পারিব না— বড় তেতো।"

সন্ন্যাসী তাহাতে ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—"তোমাকে ঔষধ খাইতেই হইবে"।

এই বলিয়া তিনি মাতাকে ডাকিলেন। মাতা আসিলেন। সন্ন্যাসীর সাক্ষাতে সে আর কোন উৎপাত করিল না। ঔষধ খাইল।

সন্ন্যাসী কহিলেন ;—"এই রূপ ঔষধ খাইও। তাহা না হইলে আমি জোরপূর্ব্বক খাওয়াইয়া দিয়া যাইব। আর যদি আমাকে মিছামিছি যাওয়াআসা করান ভাল হয় তবে করিও"।

এই বলিয়া তিনি আশ্রমে ফিরিলেন।

চারুশশী ভাবিল "কি করি,—মনে করিয়াছিলাম এই সুযোগ ছাড়িব না। এই অসুখেই মরিব। কিন্তু তাহা বোধ হয় আর হইয়া উঠে না। সন্ন্যাসী স্বয়ং সে পথের কণ্টক হইয়াছেন।"

অবশেষে সে সন্ন্যাসীকে প্রকৃত কথা বলিবে এমত মনস্থ করিল।

তাই সে আর ঔষধ খাইল না। সন্ন্যাসী শুনিয়া আবার আসিলেন। কিন্তু এবার কিঞ্চিত ক্রুদ্ধ হইয়া আসিলেন।

স—তোমার মনের ভাবটা কি? তুমি কি মরিতে চাও? আমাকে সত্য বল।

চা—সত্যই বলিব তাই স্থির করিয়াছি। আমাকে কোন সুখে বাঁচিতে বলেন? আমি আজ বার বৎসর ধরিয়া যে কিপ্রকার যন্ত্রনা ভোগ করিতেছি তাহা আর কে জানিবে, ঈশ্বরই জানেন। দেব! আপনার পায়ে ধরি আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আর আমাকে বাঁচিতে বলিবেন না। আমি অনেক সহ্য করিয়াছি। যতদিন পারিয়াছি, সহিয়াছি। আর আমি পারিব না। আমি মরিব। আপনি বাধা দিবেন না।

সন্ন্যাসী চারুশশীর এই কাকুক্তি শ্রবণ করিয়া যেন কিঞ্চিৎ মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি একবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, এবং কহিলেন—"তুমি বাঁচিলে যদি কাহারও জীবনে——না—যদি কাহারও বিশেষ উপকার হয়, তাহা হইলে তুমি বাঁচিতে চাও কি না?

চা—আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমা হইতে জগতের এক প্রাণিরও মঙ্গল সাধিত হইবে না। আর মা—তিনি আর কত দিন?

স—আমি বলিতেছি তুমি বাঁচিলে অনেক জনের অনেক উপকার হইবে। আমি তোমার গুরুজন, তুমি আমার কথা শুন। তুমি ওসব্ ছাড়িয়া দাও। ঔষধ খাও।

চা—ক্ষমা করিবেন, আমি তাহা পারিব না।

স—তবে তুমি মরিতে চাও? আচ্ছা! মরিতে চাহিলেই কি কেহ মরিতে পারে? হয়ত তোমার এ অসুখ আপনা-আপনি সারিয়া যাইতে পারে; ঔষধ না খাওয়ার ফল—কিছুদিন বেশী ভুগিবে। আর যদি ইহাতেই তোমার ভালমন্দ কিছু হয়, তাহাও তোমার মঙ্গলের জন্য নহে। তাহাতে তোমার আত্মহত্যার পাপ আছে। কিন্তু তোমার মত প্রকৃত সতীর আত্মহত্যাপাপে অপরাধিনী হওয়া বড়ই দুঃখের কথা।

চারুশশী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—

"আত্মহত্যা করিলে নরকে যায়। তা আমি নরকে যাইব। আমি এ নরকের অসহ্য যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে অপারগ।

সন্ন্যাসীর চক্ষুদিয়া দুই ফোঁটা জল পড়িল। তিনি বলিলেন "দেখ! আমি তোমাদের কত উপকার করিয়াছি, আমার একটি কথা রাখ, এ যাত্রা ঔষধ খাও"।

চারুশশী, সন্ন্যাসীর কথা রাখিবার জন্যই হউক, বা নরকের ভয়েই হউক, সন্ন্যাসীর অনুরোধ রক্ষা করিল। সে ঔষধ খাইতে লাগিল। কিছু দিনের মধ্যেই সে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

নিশানাথ বাবু।

অশোকগ্রামের সকলেই পূর্ব্বে ইহাঁদের মিত্র ছিলেন, কিন্তু কেহ কেহ এক্ষণে শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। অসহায়া স্ত্রীলোকদুইটিকে সন্ন্যাসী সাহায্য করিতেছেন দেখিয়া গ্রামের নানা জনে নানা কথা কহিতে লাগিলেন। অধিকন্তু সন্ন্যাসী মধ্যে মধ্যে ইহাঁদের বাটি আইসেন এবং এক দিন রাত্রে ইহাঁরাও আশ্রমে গিয়াছিলেন, এই সকল কথা লইয়া শত্রুপক্ষেরা নানা প্রকার গঞ্জনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এমনকি নিশানাথ-বাবুর নিকটে এই সকল কথা জানাইলেন। তাহাতে নিশানাথ-বাবুর সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে কৌতূহল জন্মে। উপরন্তু তিনি প্রিয় ও রামের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, সন্ন্যাসী অশোক-গ্রাম ক্রয় করিতে চাহেন।

গ্রামের প্রজাগন সকলেই নিশানাথবাবুর অত্যাচারে বিরক্ত হইয়াছিলেন। সেইজন্য মহাল বড়ই অশাসনে ছিল; নিশানাথবাবু তজ্জন্য মহাল বিক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যাহাহউক এক্ষণে খরিদদার উপস্থিত, তাই তিনি অদ্য সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অশোকবনে আগমন করিলেন।

নিশানাথবাবু সন্ন্যাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে পর, তিনি

তাহার পরিচয় এবং অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে নিশানাথবাবুর সঙ্গে যে অপর একজন ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি কহিলেন—

"মহাশয়! ইনি অশোকগ্রামের জমিদার, এবং এই অশোক-বনও ইঁহারি। ইনি আদমনগরের নিশানাথবাবু"।

সন্ন্যাসী তাহাতে জমিদারবাবুকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। জমিদারবাবুও কোন্ লজ্জায় চুপ্ করিয়া থাকিবেন, তিনিও সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন। এবং এইরূপে কথোপকথন হইতে লাগিল—

নি—মহাশয়! আপনার নাম অনেক দিন অবধি শুনিতেছি, কিন্তু শরীর—অসুস্থতা বশতঃ এত দিন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই।

স—আপনি জমিদার, স্বয়ং আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন আমার পরম সৌভাগ্য।

নি—মহাশয়, আপনার বিষয় নানা জনের নিকট নানা প্রকার শুনিতে পাই। আপনার প্রকৃত বৃত্তান্ত বলিয়া বাধিত করিবেন কি?

স—মহাশয়! আমি একজন ভদ্রসন্তান। আমার অর্থের অভাব নাই। বেঙ্গল ব্যাঙ্কে আমার কয়েক লক্ষ টাকা জমা আছে। এইরূপে জীবন কাটাইতে আমার ভাল লাগে, তাই আমি এরূপ ভাবে থাকি। আমি প্রকৃতই যে একজন সন্ন্যাসী তাহা নহি।

নি—শুনিয়াছি আপনি এ গ্রাম খরিদ করিতে চাহিয়াছেন?

স—খরিদ করিবার এমন কোন প্রয়োজন নাই। তবে শুনিয়া-

ছিলাম আপনি এ গ্রাম আর রাখিবেন না, তাই মনে করিয়াছিলাম আপনি বিক্রয় করিলে আমিই লইব।

নি—মহাশয় গ্রামটি বড়ই ভাল। প্রজাগণ অতি ভদ্র। কিন্তু কোন বিশেষ কারণ বশতঃ মহালখানি বিক্রয় করিতে হইতেছে। *

স—যদি নিতান্তই বিক্রয় করেন ত আমাকেই দিবেন।

নি—বিক্রয় করাই নিশ্চয়।

স—তাহা হইলে আমি লইতে চাহি। মূল্য আদি বলুন।

নি—সেজন্য আটকাইবে না। আমি যাহাতে লইয়াছিলাম তাহাই দিবেন।

সন্ন্যাসী তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। লেখাপড়া ইত্যাদি কার্য্য রাম ও প্রিয়র দ্বারা আদর্শনগরে করাইলেন।

সন্ন্যাসী অশোকগ্রাম ক্রয় করিলেন। কিন্তু নিজনামে নহে। চারুশশীর নামে। প্রিয় ও রামকে কর্ম্মচারীপদে নিযুক্ত করিলেন।

পাঠকগণ! সন্ন্যাসীর দানে বিস্মিত হইবেন না। তাহার মনে কি আছে কে বলিতে পারে? সন্ন্যাসীর হয়ত ইহাতে কিছু স্বার্থ থাকিতে পারে। তাঁহার মনের কথা আমরা কিরূপে জানিব।

যাহাহউক এইরূপে সন্ন্যাসীর দয়ায় চারুশশীদের অবস্থা ফিরিল। চারুশশী গ্রামের জমিদার হইল।

---

* পাঠকগণ অবশ্য বুঝিয়াছেন নিশানাথ বাবু কেন মহাল বিক্রয় করিতেছেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সতী।

চারুশশী কখন একলা থাকে, সন্ন্যাসী কয় দিন ধরিয়া এই সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। কেন খুজিতে ছিলেন সন্ন্যাসীই বলিতে পারেন।

যাহা হউক অদ্য চারুশশীর মাতা স্নানার্থে বহির্গত হইয়াছেন। বাটির মধ্যে আর কেহ নাই। কেবল চারুশশী একাকিনী বসিয়া আছে।

সন্ন্যাসী বাটি প্রবেশ করিলেন।

সন্ন্যাসী এমন মধ্যে মধ্যে ইহাঁদের বাটি যাইতেন। কিন্তু নূতন কথা এই, অদ্য তিনি সকালে আসিয়াছেন।

স—চারুশশী! আমি তোমাদের কত উপকার করিলাম, আমার একটি কথা আছে তাই আজ এই অনুকূ সময়ে আসিয়াছি।

চা—কি কথা? বলুন।

স—রাখিবে কি না আগে বল।

চা—বলুন। সাধ্যমত চেষ্টা করিব অসাধ্য হইলে ক্ষমা করিবেন।

স—সে কি চারু! আমি তোমাদের এত উপকার করিলাম তুমি কি না মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলে না "রাখিব"! মনে করিয়াছ না জানি কি চাহিয়া বসিব। আ বেশ, তোমার কিছুই দোষ নাই। দোষ এই জগতের।

চারুশশী কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইয়া কহিল "দেব! ক্ষমা করিবেন, কি বলিতে কি বলিয়াছি। আপনি বলুন, আপনার কথা নিশ্চয় রাখিব।"

স—রাখিবে ত?

চা—রাখিব। রাখিব। রাখিব।

স—চারুশশী! তুমি আমার হৃদয়শশী। প্রিয়ে! আমি সন্ন্যাসী নহি, আমি তোমার জন্য সন্ন্যাসী সাজিয়াছি মাত্র। তোমার প্রেমে পাগল, তোমার সুখে সুখী, তোমার দুঃখে দুঃখী, তুমি তাহা এখনও বুঝিতে পার নাই। প্রিয়ে আর আমি অপেক্ষা করিতে পারিব না, ভালবাসা স্বীকার করিয়া আমাকে অভয় দাও।

চারুশশী এই কথা শুনিয়া ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল "আপনি আমার সঙ্গে ছলনা করিতেছেন। এরূপ ছলনাও আমি ভালবাসিনা। আমাকে বিদায় দিন"

এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছে এমন সময়ে সন্ন্যাসী তাহাকে বলপূর্ব্বক জড়াইয়া ধরিল এবং তাহার মুখচুম্বন করিল, এবং কহিল "ছলনা কিছুমাত্র নহে প্রিয়ে, সমস্তই সত্য"

ইহাতে চারুশশী যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইল। তাহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, এবং জ্বলিতে লাগিল।

সে কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ রহিল। বোধ হইল যেন সতীকোপানল এবং হরকোপানল একত্রিত হইতেছে, অচিরে পৃথিবী ছারখার হইয়া যাইবে; অথবা এই অবসর যেন জ্যা-আকর্ষণ, অবিলম্বে বাণ চ্যুত হইবে; অথবা ইহা কোন প্রবল ঝটিকার পূর্ব্বনিস্তব্ধতা।

চারুশশী উচ্চৈস্বরে কহিতে লাগিল——

"রে দুরাচার! তুই সন্ন্যাসীর ছলে জগত মজাইবার ইচ্ছা করিয়াছিস। সুন্দর ফুলের মধ্যে লুক্কায়িত কীট হইয়া অলক্ষিত-ভাবে অবস্থান করিতেছিস। মনে করিস্ না দয়া দেখাইয়া আমাকে তোর উপপত্নী বা ভৈরবী করিবি। তোর দয়া সমস্ত ফিরাইয়া নে। আমাদের যেমন দুঃখ ছিল তাহাই হউক, তত্রাপি চারুশশী ব্যভিচারিণী হইবে না। রে পাপাত্মা তুই যেমন আমাকে বলপূর্ব্বক স্পর্শ করিয়াছিস আমি অভিশাপ দিতেছি— আমি যদি সতী হই, স্বামীর চরণে যদি আমার ভক্তি থাকে, তবে এই সমস্ত লোক সাক্ষী, অচিরে তোর যেন মহাবিপদ উপস্থিত হয়। তোর যেন মহাগুরু নিপাত হয়। জীবনে তুই যেন আর সুখ না পাস্।

চারুশশীর উচ্চকণ্ঠ নিকটস্থিত লোকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। সকলেই যথাসময়ে গৃহমধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যাহাহউক সকলেই সন্ন্যাসীর কীর্ত্তি অবগত হইলেন। কেহ কেহ সন্ন্যাসীকে প্রহার করিবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু চারুশশী তাহাদিগকে বারণ করিল। সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে পলায়ন করিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

"Hark to the hurried question of despair : where is my child ?—an Echo answers— 'where' ?"

— *Byron, The Bride of Abydos.*

ঋণ-পরিশোধ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ

গ্রেপ্তার।

সতীর শাপ সঙ্গে সঙ্গে ফলিল। সন্ন্যাসী পরদিনেই এক ঘোর বিপদে পতিত হইলেন। হঠাৎ এক জন ডিটেকটিভ্ কয়েকজন পুলিস সহ তাঁহাকে এবং তাঁহার লোকদ্বয়কে গ্রেপ্তার করিলেন। সন্ন্যাসী অবাক হইলেন। তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কর্কশ-স্বরে ইনস্পেক্টর উত্তর করিলেন, "তোমাদের উপর আমার সন্দেহ হইয়াছে।" সন্ন্যাসী বলিলেন "বহুৎ আচ্ছা।"

তাহারপর সন্ন্যাসী দুইখানি পত্র লিখিয়া উপস্থিত একটি লোককে দিলেন, এবং তাহাকে বলিয়া দিলেন "এই দুইখানি পত্র প্রিয় ভিন্ন আর কাহাকেও যেন দেওয়া না হয়।"

সন্ন্যাসী ঐ লোকটির অনেক উপকার করিয়াছিলেন, লোকটি পত্র দুইখানি লইয়া প্রিয়র নিকট যাইল।

পুলিস আশম অনুসন্ধান করিয়া কেবল একখানি ডায়েরী, তাহাতে অশোকবনে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহাই লিখিত আছে, এক খানি জমাখরচের খাতা, আর কতকগুলি বেঙ্গল ব্যাঙ্কের চেক্ প্রাপ্ত হইলেন। যাহাহউক পুলিস সমস্ত সদরে চালান করিলেন।

সন্ন্যাসী সদরে চালান হইলেন।

তাঁহার গ্রেপ্তারখবর সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে রটিত হইল। কেহ বলিতে লাগিল "যেমন বদমায়েস্ তেমনি হইয়াছে"। কেহ কেহ বা সন্ন্যাসীর দয়ার উল্লেখ করিয়া কহিতে লাগিল। কেহ বা সন্ন্যাসীর নিমিত্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী সদরে আনীত হইলেন।

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন "আমি কোনও উত্তর দিতে চাহিনা এবং দিবনা, আমি কোন স্থানে টেলিগ্রাফ করিতে ইচ্ছা করি। সেই টেলিগ্রাফের উত্তর আসিলেই আপনারা আমার বিষয় সমস্ত অবগত হইবেন, এবং আমাকে নির্দ্দোষী বলিয়া ছাড়িয়া দিবেন। মোটে দুইমাস হইল আমি সন্ন্যাসী সাজিয়াছি। আমার এপ্রকার প্রচ্ছন্নভাবে থাকার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, তাহা আমি প্রকাশ করিতে চাহি না।"

সন্ন্যাসীর প্রার্থনা ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুরকে জানান হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তাহাতে সম্মতি দান করিলেন। টেলিগ্র্যাফ্ করা হইল।

সন্ন্যাসী ইতিপূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার উপর কোন খুনের সন্দেহ হইয়াছে। তাই তিনি ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহাকে কোন্ অপরাধে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে?

গ্রেপ্তারকারী উত্তর করিলেন "আপনার উপর খুনের সন্দেহ হইয়াছে।" সন্ন্যাসী তাঁহাকে কহিলেন "সে কি প্রকার?"

গ্রেপ্তারকারী কহিতে লাগিলেন—"এক বৎসর হইল গৌরপুরের মহারাজ তাঁহার নির্দিষ্ট বিবাহের সাত দিবস পূর্ব্বে একজন যুবক কর্ত্তৃক হত হন। যুবক সেই রাত্রেই পলায়ন করে। রাত্রি প্রভাত হইলে হত্যাকাণ্ড জানিতে পারা যায়।

আপনার সহিত সেই হত্যাকারীর অনেক সাদৃশ্য থাকায় আপনাকে সন্দেহ করিয়া গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।"

সন্ন্যাসী হাসিতে হাসিতে কহিলেন "তজ্জন্য আর কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না, টেলিগ্রামের উত্তর আসিলেই আপনারা আমার বিষয় সমস্ত জানিতে পারিবেন।"

তাহারপর সন্ন্যাসী ঘটনাটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, গ্রেপ্তারকারী কহিতে লাগিলেন—"তৎপরে নানাদেশ, পর্ব্বত, জঙ্গল, প্রভৃতি অনুসন্ধান করা হয়, কিন্তু কিছুতেই আসামীর সন্ধান হইল না। সেই অনুসন্ধান এখনও লুপ্ত নাই। এখনও তাহা চলিতেছে। আপনাকে সেই হত্যাকারী সন্দেহ করিয়া গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সন্ন্যাসী পুনরায় কহিলেন, "তদ্বিষয়ে আমার কোন চিন্তা নাই। সে ব্যক্তি কেন হত্যা করিয়াছিল?"

গ্রেপ্তারকারী কহিতে লাগিলেন—

"মহারাজা বাহাদুর যে বালিকাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এবং যাহার স্থিরও হইয়াছিল, হত্যাকারী সেই বালিকার বাল্যসখা, এবং আবাল্যনির্দ্দিষ্টস্বামী। হত্যাকারীর সঙ্গে বালিকার বিবাহ হইবে এইরূপ স্থির ছিল। কিন্তু মহারাজা বাহাদুর বালিকার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চাহেন; এই বিবাহে বালিকার কিছুমাত্র মত ছিলনা বরং সম্পূর্ণ অমতই ছিল। কিন্তু বালিকার পিতা মাতা অর্থের লোভে মহারাজার প্রস্তাবে স্বীকৃত হন। বিবাহের নিমিত্ত বালিকাকে গৌরপুর লইয়া যাওয়া হয় এবং একটি ভিন্ন বাটিতে রাখা হয়। বালিকা কিন্তু সদাসর্ব্বদা কাঁদিতে থাকে। তাহাতে মহারাজা বালিকার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি সেই যুবককে ডাকাইলেন, এবং বালিকা যেন আর না কাঁদে ও তাঁহার প্রতি মন স্থির করে এমত শিক্ষা দিতে আজ্ঞা করিলেন। যুবক তাহাতে বালিকার বাটি গমনাগমন আরম্ভ করিল। যুবকের ইচ্ছা ছিল বালিকাকে কোন প্রকারে লইয়া পলায়ন করিবে। কিন্তু রাজার সাবধানতায় তাহা করিয়া উঠিতে পারে নাই। অবশেষে কোনও উপায় নাই এবং বিবাহের দিন আগত দেখিয়া এক দিন রাত্রে ঐ সকল কথা জানাইবার ছলে আসিয়া মহারাজার সহিত গোপনে একটি কক্ষে পরামর্শ করিতে থাকে, এবং মহারাজাকে হত্যা করিয়া পলায়ন করে। আপনাকে সেই গৌরপুরের হত্যাকারী সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে"।

সন্ন্যাসী পুনরায় কহিলেন " তদ্বিষয়ে আমি কিছুমাত্র চিন্তা করি না "

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় টেলিগ্রামের উত্তর আসিল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুর লিখিয়া পাঠাইলেন—"যাহা উত্তর পাইয়াছি তাহাতে জানা যাইতেছে আপনি তিন বৎসর পূর্ব্বে চারি বৎসর জয়পুর রাজষ্টেটে কার্য্য করিতেন। কিন্তু ইহাতে আপনাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে না। এই সপ্তবৎসর পূর্ব্বে কোথায় ছিলেন, কি বৃত্তান্ত, সমস্ত জানাইতে পারিলে আপনাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। নতুবা আপনার বিচার হইবে। এক্ষণে আপনার বিচার না করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে না।"

সন্ন্যাসী ম্যাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞানুযায়ী জেলে থাকিলেন। লোকদুইটিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল, কারণ সন্ন্যাসী তাহাদিগকে কার্য্য করিবার নিমিত্ত কলিকাতা হইতে আনিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আশঙ্কা।

সন্ন্যাসী ভাবিতে লাগিলেন—এক্ষণে উদ্ধারের উপায় কি? যখন হত্যাকারীর সহিত তাঁহার অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়াছে, তখন অনায়াসেই গৌরপুরের লোকেরা তাঁহাকেই হত্যাকারী বলিয়া সনাক্ত করিবে। তাহাহইলেই জীবনের অন্ত। এক্ষণে উপায় কি?

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ ভাবিয়া স্থির করিলেন তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্ত ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরকে লিখিয়া পাঠাইবেন। এইরূপ মনস্থ করিয়া তিনি লিখিলেন—

"মহাশয় সাত বৎসরের পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এবং আমার বর্ত্তমান অবস্থা জানাইতেছি——

দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে আমি গৃহ ত্যাগ করিয়া যাই। প্রথমে কাশ্মীরে দুই বৎসর থাকি। তৎপরে তিন বৎসর হরিদ্বার হিমালয় প্রভৃতি ভ্রমণ করিতে থাকি। এক দিন এক সাহেব, রাজপুতানার একজন প্রধান ইংরাজ কর্ম্মচারী, জেনারেল লকেয়ার, বোধ হয় তাঁহাকে জানিতে পারেন, হিমালয় পর্ব্বতে আমার সহিত আলাপ করেন। আমার বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া রাজপুতানায় প্রত্যাগমন করেন। তাহারপর জয়পুর রাজষ্টেটে আমার একটি উচ্চপদ করিয়া দেন। আমি সেইখানেই চারিবৎসর থাকি, এবং কিছু অর্থ

সংগ্রহ করি। পরে ঐ কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া কমিসিয়রেটে কার্য্য করিতে থাকি। সীমান্ত যুদ্ধের সময় আমি বিশেষ পটুতা এবং দক্ষতার সহিত সৈন্তগণের রসদ যোগাইয়াছিলাম। তাহাতে মহারাণী সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে কয়েক লক্ষ টাকা পুরস্কার করিয়াছেন। আমার নাম প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়, দুইমাস হইল আমি এ দেশে আসিয়াছি। আমার এরূপ প্রচ্ছন্নভাবে থাকার কোন বিশেষ কারণ আছে, তাহা আপনাদের জানার কোন দরকার দেখি না। যদি নিতান্তই প্রকাশ করিতে হয় অবশেষে তাহা করিব।”

ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুর উত্তর করিলেন—

“এ সকল কথা বিচারকালে বিবেচনা করা যাইবে। এক্ষণে আপনাকে গৌরপুর যাইতে হইবে।”

এইরূপ ম্যাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞামত তিনি গৌরপুরে চালান হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নলিনী।

গৌরপুরের রাজবাটিতে খবর হইয়াছে "হত্যাকারী ধরা পড়িয়াছে, এবং তাহাকে গৌরপুর চালান করা হইল।"

রাজবাটিতে মহা আন্দোলন উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরে মহা ক্রন্দন রোল উঠিল। গৌরপুরনিবাসীরা ভাবিল রাজবাটিতে আবার কোন্ নূতন বিপদ ঘটিয়াছে। তাহারা রাজবাটিরদিকে ছুটিল। ক্রমে সকলে ব্যাপার জানিতে পারিল।

রাজবাটির খবর সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ পল্লী দক্ষিণপাড়ায় পঁহুছিল।

সকলে কহিতে লাগিল "নরেন্দ্র এত দিন পরে ধরা পড়িল।"

নলিনীও এই খবর শুনিল। তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে লোকজনের সম্মুখে থাকিতে পারিল না। সে আহত পশুর গহ্বরপ্রবেশন্যায় গৃহে প্রবেশ করিল।

পাঠকগণ! আসুন এই রমণীর পরিণাম কি হইল দেখিগে।

বিকাল বেলা। বাটিতে কেহ নাই। নলিনী একাকিনী। এক খানি ছুরিকা হস্তে আত্মহত্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞা একটি কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক দ্বাররুদ্ধ করিল। মৃত্যুচিন্তা তাহাকে এইরূপে কাঁপাইতে থাকিল।

এক্ষণে একাকী! নিকটে কেহ নাই! নরেন্ ধরা পড়িয়াছে! নিশ্চয় ফাঁসি দণ্ড হইবে। বেশ!

ফাঁসি! তার ফাঁসি! যার জন্য মহারাজা পায়ে ঠেলে ফেলিলাম—যার জন্য আবাল-বৈধব্য অনায়াসে সহ্য করিলাম—যার জন্য পতি যে কি বস্তু জানিলাম না—তার ফাঁসি!

উঃ ফাঁসি! কি ভয়ানক!—গলায় দড়ি লাগাইয়া ঝুলাইয়া দেওয়া—উরুমুরি লাগিয়া মরিয়া যাওয়া—জলের মধ্যে মরার মত—কি ভয়ানক!

আমার বড় ভয় হচ্ছে—আমার সমস্ত শরীর শিহরিছে—আমি আর একলা থাকিতে পারিব না, দুয়ার খুলি। আমার বড় ভয় হচ্ছে!—

ভয়—কিসের ভয়? মরিবার ভয়?

সে মরিবে—ফাঁসিতে অব্যক্ত কষ্ট পাইয়া মরিবে—তাহা অপেক্ষা?

সে কথা নিশ্চয়, এবং ফিরিবার নয় ইহা জানা অপেক্ষা?

কখনই না।

আমি ভয় করি না। মৃত্যু! তুমি আমার সাহস, প্রাণনাথ! তুমি আমার আশা।

একি! ছুরি প'ড়ে গেল যে! ওকি! তার কণ্ঠস্বর!—করুণ কাকুক্তি! কেবল আমাকে ডাকিতেছে—নলিনি! নলিনি! নলিনি!——

ঐ সে আবার ডাকছে—আমি যাই।

কোথায় যাচ্ছি? কই কেহইত ডাকে নাই।

ওকে? তুমি! তুমি! তোমার এত পরিবর্ত্তন!

গলায় কি? ওমা ফাঁসি! আর না—তবে আর না।

এই বলিয়া ছুরিকা উত্তোলন পূর্ব্বক বক্ষে আঘাত করিল।

নলিনী ভূতলে পতিতা হইল, এবং একটু চীৎকার করিল। নিকটস্থ লোকেরা চীৎকার শুনিয়া, দৌড়িয়া ঐ বাটি প্রবেশ করিল।

অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, একটি কক্ষ দ্বাররুদ্ধ—ভিতরে কে গোঁ গোঁ করিতেছে। দ্বার ভাঙ্গা হইল। দেখা গেল কক্ষ মধ্যে ছুরিকাবিদ্ধা নলিনী ভূমে শায়িতা। দেখিতে দেখিতে নলিনীর প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। হতভাগিনী মাতা মৃতা নলিনীকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

পাঠকগণ! নলিনীর জীবনে সুখের কনিকামাত্র আশা নাই। সে বিবাহ করে নাই, নরেন্দ্রকে সে মনে মনে ভাল বাসিয়াছিল। নরেন্দ্রকে পাওয়াই তাহার জীবনের আশা। কিন্তু নরেন্দ্রকে পাওয়া অসম্ভব। সে একজন হত্যাকারী। অতএব নলিনীর মৃত্যুই শ্রেয়। কিন্তু দুঃখের কথা এই তাহাকে আত্মহত্যা করিতে হইল, স্বাভাবিক মৃত্যু বিধাতা তাহাকে দিলেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্বামী কালিকানন্দ।

সন্ন্যাসীকে গৌরপুর লইয়া যাওয়া হইলে, রাজবাটীর এবং নগরস্থ লোকেরা তাঁহাকেই হত্যাকারী নরেন্দ্র বলিয়া সনাক্ত করিলেন। দেশময় রাষ্ট্র হইয়া গেল গৌরপুরের হত্যাকারী ধরা পড়িয়াছে। অশোকগ্রাম নামক একটি গ্রামের নিকটস্থ অশোকবনে তিনি সন্ন্যাসীবেশে ছিলেন। দেশের কাহারও তাহা জানিতে বাকি রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে নলিনীর আত্মহত্যা-সংবাদও রাষ্ট্র হইল।

সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাসীদিগের খবর রাখিয়া থাকেন। বিশেষতঃ অশোকবনের নূতন চরিত্রের সন্ন্যাসীর কথা সকলেই অবগত ছিলেন। ৺ কাশীধামে বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী থাকেন, এবং নিকটস্থ মার্কণ্ডেয়েশ্বর পর্ব্বতেও বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী থাকেন। এক জন সন্ন্যাসী কাশীতে আসিয়া শুনিলেন—অশোকবনের সন্ন্যাসী এক জন ছদ্মবেশী হত্যাকারী, গৌরপুরের মহারাজাকে তিনি হত্যা করিয়াছিলেন। এবং নলিনী নাম্নী যে রমণীর জন্য এই ঘটনা হয়, সেও তাঁহার ধৃত সংবাদ পাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। রমণী কাহাকেও বিবাহ করে নাই।

সন্ন্যাসী এই সংবাদ শুনিয়া যেন কিঞ্চিৎ মর্ম্মাহত হইয়া ফিরিলেন।

মার্কণ্ডেয়েশ্বর পর্ব্বত — রাত্রি প্রায় দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। গগন মেঘাচ্ছন্ন। চতুর্দ্দিক অন্ধকার। পৃথিবী একটি শূন্য ভৌতিক গৃহের ন্যায় নিস্তব্ধ ও গম্ভীর। কেবল মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিতেছে, এবং গুড়্ গুড়্ মেঘগর্জ্জন হইতেছে। এই ভীষণ সময়ে স্বামী কালিকানন্দ একাকী পর্ব্বতের প্রান্তর দিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে একটি গম্ভীর বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। এবং গাহিতে লাগিলেন—

১।

" বাহিয়ে বঁধু বহুদিন, আশা তোমারি বাহিয়া,
জঙ্গল, জঙ্গম, গিরি-গর্ভ, গৃহ ছারিয়া॥
কত কালরাতি মরমে গেছে মারিয়া,
আশা তুঁহু মিলে, তুঁহু হৃদয়ে ধরিয়া॥

২।

আজ মোর শেষ নিশা ঘোরঘনঅমা—
চন্দ্রমা তারকা নাহি কোহো মিলে, আলোক
বিলোপ, তিমিরময় চতুর্দ্দিক শূন্য ঘোরে,—
যব্ সো চলে যাথা নাহি জীবন রাখে॥

গীত সমাপ্ত হইলে সন্ন্যাসী চিন্তা করিতে লাগিলেন।— হত্যাকারী ধরা পড়িয়াছে — আশ্চর্য্য কথা! গৌরপুরের হত্যাকারীকে ধরে এমন পুলিস এখনও হয় নাই।

গৌরপুরের হত্যাকারী স্বামী কালিকানন্দ, এখনও জীবিত। এত দিন কেহই ধরিতে পারে নাই। কিন্তু এইবার ধরা দিব। যত দিন একটু পর্য্যন্ত আশা ছিল তত দিন ধরা দিই নাই।

একক্ষণে আশা সব চুকিয়া গিয়াছে—নলিনী আত্মহত্যা করিয়াছে। আর কি! আশা ত সব মিটিয়াছে। এইবার ধরা দিব। আহা, নলিনী তুমি বিবাহ কর নাই! অনায়াসে আবাল্যবৈধব্য স্বীকার করিয়াছ। ধন্য প্রেম তোমার, প্রিয়ে। জানি না পূর্ব্ব-জন্মের কোন মহাপাপের ফলে আমাদের এ জন্মে মিলন হইল না।

এ জন্ম ত এইরূপে গেল। জানি না পর জন্মেই বা কি হইবে। যাহাহউক এ জন্মে একটু পরোপকার করা যাউক। অশোকবনের নিরপরাধী সন্ন্যাসীকে হত্যাকারী বলিয়া স্থির করিয়াছে। অচিরে তাঁহার ফাঁসি দণ্ড হইবে। সেই নির্দ্দোষী সাধুর প্রাণরক্ষা করিতেই হইবে। এখনি গৌরপুর যাত্রা করিব। তথায় গিয়া নিজকে ধরা দিব, এবং সাধুর প্রাণ রক্ষা করিব।”

এইরূপ স্থির করিয়া স্বামী কালিকানন্দ অকস্মাৎ গৌরপুর যাত্রা করিলেন।

গৌরপুরের জেলে অশোকবনের সন্ন্যাসী হত্যাকারী বলিয়া আবদ্ধ আছেন।

তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন—“দেখে আর উদ্দেশ্য গোপন রাখা হইল না। গোপন রাখিতে গেলে প্রাণযাইবে—ফাঁসি দণ্ড হইবে।”

এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি সমস্ত প্রকাশ করিয়া খালাস পাইবার মানস করিলেন।

পর দিন শুনা গেল আর একজন সন্ন্যাসী আসিয়া কোর্টে হাজির হইয়াছেন, এবং নিজকে প্রকৃত হত্যাকারী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে তিনিই প্রকৃত হত্যাকারী;

গৌরপুরের হত্যাকারী ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া, তাহার স্থানে কোন নিরপরাধী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইবে ভাবিয়া তিনি উপস্থিত হইয়াছেন।

যাহাহউক দুইজন সন্ন্যাসীকেই রাজবাটিতে হাজির করা হইল। সকলে স্বামী কালিকানন্দকেই প্রকৃত হত্যাকারী স্থির করিলেন। অশোকবনের সন্ন্যাসীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ বেনারস যাত্রা করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী প্রমথনাথ।

পাঠগণ! সন্ন্যাসী ত মুক্ত হইলেন, এক্ষণে আসুন অশোক গ্রামে সেই পত্র দুইখানির মর্ম্ম অবগত হইগে।

সন্ন্যাসী যে পত্র দুইখানি দিয়াছিলেন, প্রিয় তাহা যথা-সময়ে পান নাই, কারণ সন্ন্যাসীর গ্রেপ্তারদিন তিনি বাটিতে ছিলেন না। পত্র দুইখানি তিন পর দিন পাইয়াছিলেন।

পত্র দুইখানি মধ্যে, একখানি প্রিয়র নামে লিখিত, অপর-খানি চারুশশীর নামে লিখিত।

প্রিয়র পত্রখানি এই—

প্রিয় প্রিয়!

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করিও না, তাহাহইলে সকলে অত্যন্ত চিন্তিত হইবেন, এবং বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। আমি সন্ন্যাসী নহি, আমি তোমাদের প্রমথনাথ— দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে যিনি বেনারসে গিয়া মরিয়াছিলেন। আমার কলেরাও হয় নাই, আমি মরিও নাই। আমি মৃত্যুছলে অর্থের জন্য উধাও হইয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছি। যাহা-হউক আমার জন্য কোনও চিন্তা করিও না। আমি আত্ম-পরিচয় দিলেই মুক্তি পাইব। আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি, কোনও চিন্তা করিও না। সাক্ষাতে সমস্ত অবগত হইবে।

আমি যত দিন মুক্ত না হই তত দিন এ কথা গোপন রাখিবে। মুক্তি পাইলেই আমি তোমাকে টেলিগ্রাফ করিব। চারুকেও এখন পত্র দিও না। টেলিগ্রাফ পাইলে পত্র দিবে। উঁহাদের যেন কোনওরূপ কষ্ট না হয় তাহা দেখিবে।

বিশ্বাস করিও আমি প্রমথনাথ— ইতি।

তোমাদের শ্রীপ্রমথনাথ

প্রিয় পত্র পাঠ করিয়া যারপরনাই আনন্দিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আজ্ঞামত এত দিন এ কথা প্রকাশ করেন নাই। কেবল মধ্যে মধ্যে চারুশশী এবং তাহার মাতাকে বলিতেন "আপনাদের আর কোনও কষ্ট নাই, অতিশীঘ্র একটি অত্যাশ্চর্য্য সুখবর জানাইব"। চারুশশী ও মাতা প্রিয়র কথায় হাঁসিতেন এবং বলিতেন "কি এমন সুখবর আছে ?"

যাহাহউক অদ্য প্রিয় টেলিগ্র্যাম পাইলেন। তাহার মর্ম্মার্থ এই—

"আমি মুক্তি পাইয়াছি। তুমি পত্রখানি চারুকে দিবে। এবং আমার কথা জানাইবে। আমি এক্ষণে বেনারস চলিলাম। সেখানে দিন কয়েক হইবে। পরে তথায় যাইব।"—

প্রিয় টেলিগ্রাম পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। এবং তৎক্ষণাৎ চারুশশীর পত্রখানি লইয়া, তাহাদের গৃহে উপস্থিত হইয়াই তিনি চারুশশীর মাতাকে কহিলেন "আপনাদিগকে সেই প্রত্যহকথিত সুসংবাদ অদ্য জানাইব—

"মহাসুখের সংবাদ — এমন দেখা যায়না—মৃতসন্তান পাওয়ার মত।"

চারুশশীর মাতা ভাবিলেন—সংসারে অসম্ভবই বা কি ?

থাকিতে পারে কোন সুখের সংবাদ। তাই তিনি আগ্রহের সহিত প্রিয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি খবর প্রিয় ?"

প্রিয় কহিলেন—

"আনন্দে উতলা হইয়া যেন কোন অনিষ্ট না ঘটান—অশোকবনের সেই সন্ন্যাসী আমাদের প্রমথনাথ।"

মাতা অমনি কাঁদিতে লাগিলেন। চারুশশী শিহরিল। সে প্রিয়র সম্মুখে থাকিতে পারিল না—একটি কক্ষে প্রবেশ করিল। প্রিয় মাতাকে বলিলেন "ক্রন্দন থামান, অগ্রে সমস্ত শুনুন, তাহারপর যাহা হয় করিবেন"।

মাতা চক্ষু মুছিয়া অশ্রু সম্বরণ করিলেন, এবং প্রিয়র কথা শুনিতে লাগিলেন।

প্রিয় কহিলেন "আমি যাহা বলি চুপ করিয়া শুনিয়া যান—

এ খবর তিনি গ্রেপ্তারদিনেই একজন লোক মারফৎ একখানি পত্রে আমার নিকট পাঠান। ঐ পত্রে তিনি আমাকে এ বিষয় গোপন রাখিতে লিখিয়াছিলেন। তাই আমি এতদিন প্রকাশ করি নাই। অদ্য তাঁহার টেলিগ্রাম পাইয়াছি—তিনি মুক্তি পাইয়াছেন, এবং ঐ পথে বেনারস গিয়াছেন; শীঘ্রই এখানে আসিবেন, চিন্তা করিবেন না।

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন "তাহাতে আর কি লিখিয়াছিলেন ?" প্রিয় উত্তর করিলেন—"আর লিখিয়াছেন যে তাঁহার বিষয় সমস্ত সাক্ষাতে অবগত হইবেন, আর চারুকেও একখানি পত্র দিয়াছিলেন, এই সেই পত্র, তাহাকে দিবেন। তিনি এতদিন দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন তাই দিই নাই।"

মাতা প্রিয়কেই পত্রখানি পড়িতে বলিলেন।

প্রিয় কহিলেন "না—সেটা ভাল হয় না, চারুই পড়িবে।"

মাতা প্রিয়কে কহিলেন—"প্রিয়! তোমার নামটিও যেমন, তুমিও তেমনি। তুমি স্বর্গের দূত—সুসংবাদ জানান, উপকার করা, পরের দুঃখে কাতর হওয়া, এবং তাহা মোচন করিবার চেষ্টা করা ভিন্ন তুমি আর জান না—তুমি যেন এ দেশের স্বজন নও। যাহাহউক প্রিয়! তোমাকে ইহার পুরস্কার কি দিব, এ জগতে ইহার পুরস্কার নাই। আজ হইতে আমি তোমাকে আমার প্রমথর মত দেখিব।

এত কথা হইয়া গেল, কিন্তু চারুশশী কিছু শুনিল কি?

সে কিছুই শুনে নাই। সে চেতনাশূন্য, আত্মহারা, সুপ্ত। সন্ন্যাসী প্রমথনাথ, এই কথা শুনিবামাত্র তাহার শরীরে যেন একটি তাড়িত চলিয়া গিয়াছিল। সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, এবং অশ্রুধারা জলপ্রপাতের ন্যায় তাহার গাল বহিয়া বক্ষ ভাসাইয়াছিল। এখন সে আত্মহারা, চেতনাশূন্য এবং ভূমে শায়িতা।

কক্ষে প্রবেশ করিয়া মাতা দেখিলেন—চারু মেজের উপর শুইয়া আছে, তাহার ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত, যেন সে স্বপনে কি দর্শন করিতেছে, আর তাহার পরিধানবস্ত্র সমস্ত চক্ষের জলে ভিজিয়া গিয়াছে।

মাতা চারুকে উঠাইলেন, এবং কহিলেন—"ভাবিস্ না, তিনি মুক্তি পাইয়াছেন, ঐ পথে কাশী গিয়াছেন, শীঘ্রই আসিবেন—প্রিয়র নিকট টেলিগ্র্যাম আসিয়াছে। আর তোর এই পত্র আছে, নে।"

চারুশশী পত্রখানি লইয়া পার্শ্বে রাখিয়া দিল। তাহার কিছুই ভাল লাগিতেছে না—তাহার মস্তক টন্ টন্ করিতেছে, চক্ষু কর্ কর্ করিতেছে—তাহার কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়াছে।

মাতা চারুকে উঠাইয়া বাহিরে আনিলেন।

প্রিয় কিছুক্ষণ পরে বিদায় লইলেন।

মাতা তাঁহাকে পুনরায় অপর সময় আসিতে বলিলেন।

কিছুক্ষণ বাহিরে থাকিয়া চারুশশী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল। পরে সে পত্রখানি পাঠ করিবার জন্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। পত্র পাঠ করিতে লাগিল। পত্রখানি এই—

চারু!

তুমি প্রকৃতই সেই সন্ন্যাসীর হৃদয়শশী, সন্ন্যাসী তোমারি প্রাণনাথ—প্রমথনাথ। আমি তোমার সতীত্ব পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, এবং দেশের অবস্থা জানিবার জন্য অশোকবনে সন্ন্যাসী-বেশে ছিলাম। তোমার তুলনারহিত প্রকৃত সতীত্ব দেখিয়া যার-পরনাই আনন্দিত হইয়াছি। প্রিয়ে! তোমাকে যে সকল অন্যায় কষ্ট দিয়াছি তাহার জন্য আমাকে ক্ষমা করিও। আমি এক্ষণে বেনারস যাইব, তৎপর অশোকগ্রাম যাইব, কোনও চিন্তা করিও না। সাক্ষাতে সমস্ত জানিবে।

তোমার পুনঃপ্রাপ্ত প্রমথ।

চারুশশী পত্র পাঠ করিয়া একটু কাঁদিল এবং মনে মনে দুঃখ করিতে লাগিল যে, সে সন্ন্যাসীবেশধারী তাহার প্রতি কত তুচ্ছ নীচ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, এবং কত শাপশাপান্ত করিয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল যে ঐ সকল করা তাহার অন্যায় হয় নাই, বরং না করাই অন্যায় হইত। যাহাহউক

কিছুক্ষণ পরে সে প্রমথনাথকে একখানি পত্র লিখিল। পত্রখানি এই—

প্রাণনাথ

দাসী ধরায় স্বর্গের সুখ পাইল। অজ্ঞানে তোমার প্রতি যে সকল নীচ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি তাহার জন্য দাসীকে মার্জনা করিবে। আমি তোমার জন্য বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছি।

শীঘ্র আসিবে।

তোমার চারু।

চারুশশী পত্র লিখিল। স্থির হইল। সে সন্ন্যাসীর কথা একটি একটি করিয়া ভাবিতে লাগিল। সে এই সকল চিন্তা লইয়া বড়ই আনন্দে থাকিল। তাহার ততদূর উদ্বিগ্নতা হইল না। সে পরম সুখে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কৃতঘ্ন ও অকৃতঘ্ন।

পাঠকগণ! স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থে কুমতিসুমতিসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবগত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সন্ততিগণসম্বন্ধে কোন কথাই অবগত হন নাই। কুমতির কতকগুলি সন্তান আছে, তন্মধ্যে একজনের নাম কৃতঘ্ন। সুমতিরও কতকগুলি সন্তান আছে, তন্মধ্যে একজনের নাম অকৃতঘ্ন।

কুমতি সুমতি পরস্পর ভিন্নমতাবলম্বী। সেইহেতু তাঁহাদের সন্ততিগণমধ্যে পরস্পর শত্রুতা আছে। কৃতঘ্ন অকৃতঘ্নের শত্রু। যদিও শত্রু, পরস্পর কথাবার্ত্তা আছে।

চারুশশীর সম্বন্ধে তাঁহারা যে কথোপকথন করিতেছিলেন তাহা এই—

কৃত— তুমি বলিয়া থাক চারুশশী তোমার দিক্। আচ্ছা, তাই যদি হইল, তবে যেদিন সে তাহার মৃত স্বামীর জীবিত-সংবাদ পাইল, সে ঈশ্বরের নিকট কোনওরূপ কৃতজ্ঞতা জানায় নাই কেন?

অকৃত—স্পষ্ট কথাকহিয়া না বলিলে তোমার শুনিবার ক্ষমতা নাই। সে ঐ সংবাদ শুনিয়া কেন কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল? কেন মেজের উপর শুইয়া পড়িয়াছিল? কেন অজস্র কাঁদিয়াছিল? কেন অচেতনভাবে পড়িয়া রহিয়াছিল? তাহার কিছু খবর রা থকি?

কৃত—সে আপনার স্বামীর জন্য কাঁদিয়াছিল।

অকৃত—ধন্য তোমার বুদ্ধি!

সে কাঁদিবার আগে মনে মনে কি বলিয়াছিল?

"প্রভু! হতভাগিনীর প্রতি এত দয়া কেন?" এই বলিতে বলিতে সে কাঁদে নাই? কাঁদিয়াও সে ইহাই ভাবিতে ভাবিতে অজ্ঞান হয় নাই?

কৃত—তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই বল।

অকৃত—আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই বলি, না তুমি একটু "কাণে—কম"।

কৃত—"কাণে—কম"? তুই আমা অপেক্ষা অধিক শুনিতে পাস্? তবে কেন উচ্চরব সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিস্?

অকৃত—ভাই ঝগড়ার প্রয়োজন নাই। আমি তোমার ভালর জন্যই বলিতেছি। তুমি তোমার পিতাকে বলিও আমি বলিয়াছি যে তোমার কর্ণরোগ আছে, এবং যথাবিধি চিকিৎসা করাইও।

কৃত—আমি চিকিৎসা করাই না করাই তোর কি? আমি চিকিৎসা করাইব না।

অকৃত—তবে করাইও না। ঝগড়ার কোন প্রয়োজন নাই।

অকৃতঘ্ন ইচ্ছা করিলেই ঝগড়া করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। তাঁহার স্বভাব তাহা নহে, তিনি নিজে হার স্বীকার করিলেন। উভয়ে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রতিকূল ও অনুকূল।

আমাদের ভাগ্যক্ষেত্রের দুইজন ব্যবস্থাপক আছেন। একজনের খ্যাতি প্রতিকূল, অপরের খ্যাতি অনুকূল।

অনুকূল স্ত্রীজাতি—বড় দয়াবতী।

প্রতিকূল পুরুষ—অতিশয় কঠিন।

অনুকূল স্নেহমমতায় আমাদিগকে মুগ্ধ করেন, ভুলাইয়া রাখেন, ঘুমাইয়া দেন। আমরা তাঁহাকে ভালদেখি, ভালবলি, ভালবাসি।

প্রতিকূল চিরজাগরূক, সদায় আমাদিগকে জাগ্রত করেন; আমাদের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেন, আমাদিগকে খাটাইয়া লন এবং প্রকৃত বস্তুর অনুসন্ধানে ধাবিত করেন। কিন্তু আমরা ত তাহা চাহি না। আমরা যাহা চাহি না তিনি তাহাই করেন। আমরা তাঁহাকে মন্দদেখি, মন্দবলি, মন্দবাসি।

আমরা প্রতিকূলকে বড় ভয় করি।

তিনি অতি ভয়ানক, অনুকূলও তাঁহাকে ভয় করেন। অনুকূল প্রতিকূলের অধীন, তিনি তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত কোনও কার্য্য করিতে পারেন না।

ইঁহাদেরও মধ্যে চারুশশী এবং প্রমথনাথ সম্বন্ধে কথোপকথন হইতে পারে। অদ্য যে কথোপকথন হইতেছিল তাহা এই—

অনু—দেব! চারুশশীকে অনেক তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিয়াছেন, আর তাহাকে কিছু বলিবেন না।

প্রতি—তুমি যে তাহাকে ভুলাইবে তাহা হইবে না। আমি তাহাকে বড় ভালবাসি, সে অনেকদূর উঠিয়াছে, আর তাহাকে নামাইতে দিব না। আমি তাহার উপর একটু নজর বরাবর রাখিব। কিন্তু আর অধিক কিছুই বলিব না। বলার আর দরকারও নাই।

অনু—প্রমথকেও আর অধিক কিছু বলিবেন না।

প্রতি—তাহার এখনও একটু বাকী আছে। তাহাকে মিথ্যা-ঘটনার কথা কিছুই বলা হয় নাই; এই কথাটি তাহাকে বলিতে হইবে। তাহারপর আর কিছুই বলিব না।

অনুকূল কোন রূপ প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। 'তাহাই হউক' বলিয়া তিনি চলিয়া যাইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বজ্রপাত !

পাঠকগণ! বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে দীননাথ চট্টোপাধ্যায় চারুশশীর শ্বশুর, বেনারসে বাস করিতেছেন। দীননাথ সন্ন্যাসীর পিতৃদেব, সন্ন্যাসী তাঁহার পুত্র প্রমথনাথ।

প্রমথনাথ পিতৃঋণপরিশোধোপযুক্ত এবং তদপেক্ষা অনেক অধিক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া বড় আনন্দ ও আশার সহিত বেনারসে তাঁহার পিতৃদেবের গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন বজ্রপাত! সমস্ত আনন্দ-গ্রাস! পূর্ণ-গ্রহণ! নিরাশার অন্ধকূপ! চতুর্দ্দিক অন্ধকার!—

তিনি মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার পিতৃদেব! তিনি কোথায়?"

মরমের গভীরতম প্রদেশ হইতে একটি দীর্ঘনিশ্বাস কাতর-স্বরে উত্তর করিল "আর কোথায়!"—

তিনি দেখিলেন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় বহিবাটিতে কম্বল-আসনে বসিয়া আছেন—কাচা-পরিধান, ম্লান, এবং নতমস্তক। তিনি বুঝিলেন তাঁহার পিতার পরলোক হইয়াছে। তিনি আর কিছুই গোপন রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন "ভাই যতিন! পিতার মৃত্যু হইয়াছে কবে?"।

যতিন কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে ভাবিল পিতার সহিত অনেক সন্ন্যাসীর বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল, তাই বোধ হয়

কোন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন।" সে কহিল "অদ্য তিন দিবস হইল, মহাশয়"।

প্রমথনাথ কহিলেন—"আর এক্ষণে তোমাদের সহিত কোন গোপনভাবে কথাবার্ত্তার দরকার নাই। ভাই যতিন! আমি তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রমথনাথ। দ্বাদশবৎসর পূর্ব্বে আমি মিথ্যা টেলিগ্র্যাফ করি যে আমার কলেরা হইয়াছে, এবং মৃত্যু ছলে নানা দেশ ভ্রমণ করি। যাহাহউক তাহাতে আমার বিশেষ কোন মতলব ছিল। তাহা পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু বাবার সহিত দেখা হইল না, এ দুঃখ আমার কখনও ঘুচিবে না।"

প্রমথনাথের চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি যখন বাটী হইতে বাহির হইয়া যান তখন তাঁহার বয়স একবিংশতি মাত্র। এক্ষণে দাড়ি গোঁফ প্রভৃতি হইয়াছে—তাই বলিয়া দিলেও চিনিতে পারা যায়না।

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যতিন কহিল—"আপনার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে—আমি এতক্ষণ আপনাকে চিনিতে পারি নাই।

অপর ভ্রাতা, সর্ব্বকনিষ্ঠ সুরেন্দ্র, সে চিনিতে পারিল না; কারণ প্রমথনাথ যখন গৃহত্যাগ করিয়া যান, তখন তাহার বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র। তিনি তাহাকে লক্ষ করিয়া কহিলেন "ভাই সুরেন! তুমি বোধ হয় আমাকে চিনিতে পার না"।

সুরেন কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "দাদা! আপনার কথা বাবার নিকট শুনিয়াছিলাম, আমার মনে পড়ে না।"

প্রমথনাথ পুনরায় কহিতে লাগিলেন—

"আমিই সেই অশোকবনের সন্ন্যাসী, যিনি তোমাদিগকে টাকা পাঠাইয়াছিলেন। তোমরা যে বেনারসে আছ তাহা আমি জানিতাম না। তাই সমস্ত জানিবার নিমিত্ত অশোকবনে সন্ন্যাসীবেশে ছিলাম। আমি আরও কয় দিন আগে আসিতাম—তাহা হইলেই বাবার সহিত দেখা হইত। কিন্তু মধ্যে এক মহাবিপদে পড়িয়াছিলাম—আমাকে হত্যাকারী বলিয়া গ্রেপ্তার করে। তাহাতে গৌরপুরে কয় দিন জেলে থাকিতে হয়। এই কয় দিন বৃথা না যাইলে বাবার সঙ্গে দেখা হইত। কিন্তু যেমন মিছামিছি কষ্ট দিয়াছিলাম তাহার সমুচিত শাস্তি হইল। আমার এ দুঃখ এ জনমে ঘুচিবে না। মিথ্যার শাস্তি আছেই। মিথ্যার জয় কুত্রাপি নাই। যাহাহউক সে সকল কথায় এখন দরকার নাই। এক্ষণে উপস্থিত কার্য্য যাহাতে উত্তমরূপে সম্পাদিত হয় তাহার উদ্যোগ করা যাউক।"

যতিন এবং প্রমথনাথে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল ইতিমধ্যে সুরেন বাটির মধ্যে গিয়া পীসিমাকে এই সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য বার্ত্তা জানায়। তাহাতে পীসিমা কাঁদিতে কাঁদিতে উপস্থিত হইলেন।

প্রমথ তাঁহাকে চুপ করাইলেন এবং স্থির হইতে বলিলেন। তাহারপর প্রমথনাথ কিছুক্ষণ পীসিমায়ের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া স্নানের নিমিত্ত বহির্গত হইলেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পাইয়া ভ্রাতাদ্বয়ের যারপরনাই আনন্দ হইল। তাহাদের হৃদয়ে সাহসের সঞ্চার হইল। তাহারা একজন অভিভাবক পাইল। পীসিমাও অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন,

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দীননাথের মৃত্যু সম্বন্ধে বড়ই শোকপ্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন—"দাদা যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতেন"।

প্রমথনাথ স্নান করিয়া আসিলেন। ভ্রাতাগণের সহিত উপস্থিত কার্য্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

প্রমথনাথ এই অজ্ঞাত দ্বাদশ বৎসর মধ্যে দ্বাদশ লক্ষ টাকা কি ততোধিক অর্থ-সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত অর্থ তিনি অশোকবন যাইবার সময় বেঙ্গল ব্যাঙ্ক জমা রাখিয়া যান। এক্ষণে একলক্ষ টাকার জন্য লিখিলেন। যেথানে যেথানে পত্র লেখা উচিত লিখিলেন। পঞ্চাশ সহস্র টাকা খরচ করিয়া মহা-সমারোহের সহিত পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিলেন। শ্রাদ্ধ আদি সমাপ্ত হইলে প্রমথনাথ ভ্রাতাগণের নিকট বিদায় লইয়া ঋণ-পরিশোধার্থে অশোকবন যাত্রা করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

হরিষে বিষাদ।

মেঘের কোলে সৌদামিনী হাঁসি কি দেবেন্দ্রের কখনই ভাল লাগে না, তাই একটু হাঁসিতে না হাঁসিতেই তিনি বজ্র হানেন?

তিন চারি দিন যাইতে না যাইতে প্রমথর হস্তলিখিত একখণ্ড পত্র আসিয়া পঁহুছিল। তাহা এই—

মা!

প্রিয়র নিকট সমস্ত অবগত হইয়া থাকিবেন—আমি জীবিত আছি। আমার কলেরা হওয়া আমি মিথ্যা টেলিগ্রাফ করিয়াছিলাম। এ সমস্তের কারণ সাক্ষাতে অবগত হইবেন।

এই মহাসুখের সময় একটি মহাদুঃখের সংবাদ লিখিতে হইল—তিন দিবস হইল আমার পিতৃদেব ৺ কাশী প্রাপ্ত হইয়াছেন। হতভাগার তাঁহার সহিত দেখা হয় নাই।

আমার আর কিছুই ভাল লাগিতেছে না। যাঁহার জন্য এত কাণ্ড করিলাম তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ হইল না, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলাম না—অকথ্য শোক দিয়া বিদায় করিলাম! আমার জীবনে বেদনা রহিয়া গেল।—

যাহাহউক শ্রাদ্ধকর্ম্ম সমস্ত সমাধা করিয়া তথায় যাইব। চারুর এখানে আসা হইয়া উঠিবে না, কারণ এখানে

আসিতেই তিন চারি দিন লাগিবে। দিন ফুরাইয়া যাইবে। যাহা হয় সেইখানেই করিবে।"

সেবক শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পত্রখানি পড়িতে পড়িতে চারুশশীর চক্ষু দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল। পত্রপাঠ শেষ হইলে সে একটু কাঁদিল। মাতা তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "পত্রে কোন মন্দ খবর আছে কি ?"

চারু কহিল "হাঁ, আমার শ্বশুর মহাশয়ের পরলোক হইয়াছে।"

তাহাতে মাতাও বিশেষ দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। চারুশশী স্নান করিল এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া রহিল।

একে বিধবা বেশ, তাহার উপর ব্রহ্মচর্য্য, চারুশশী একটি যোগিনী সাজিল।

এইবার তাহার মন বড় খারাপ হইল। সে স্বামীর জন্য উদ্বিগ্ন হইল।

চারুশশী শ্বশুর মহাশয়কে নিজের পিতা বলিয়া জানিত। সে প্রমথনাথকে পাইবার আশায় যে সুখ পাইয়াছিল, তাহার শ্বশুরের মৃত্যুসংবাদ তাহা ডুবাইয়া দিল। সে শ্বশুরের জন্য সদাসর্ব্বদা মনে মনে কাঁদিতে লাগিল। তাহার সুখ লুপ্ত হইল, দুঃখ প্রকাশ হইল। সে স্বামীর জন্য উদ্বিগ্ন হইল।

সে দিন গণিতে লাগিল।

তৃতীয় খণ্ড।

——"We, ignorant of ourselves,
Beg often our own harms, which the wise Powers
Deny us for our good."——

Shakespeare, Antony and Cleopatra.

ঋণ-পরিশোধ।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সেই দিন আসিল।

তৃষ্ণার্ত্ত যত বারিধির নিকটবর্ত্তী হয় তাহার তৃষ্ণাও তত বর্দ্ধিত হয়, যতই চলিয়া যায় পথ ফুরায় না, যতই অগ্রসর হয় বারিধিও ততই পশ্চাৎসর হয়। অপরাপর সময় অপেক্ষা তৃষ্ণার্ত্তের এই সময়টি বড়ই বিরক্তিকর, দীর্ঘব্যাপী এবং চাঞ্চল্যময়। যাহাহউক বহুকষ্টে এই অতিদীর্ঘ অবাঞ্ছিত ব্যাপ্তির শেষ হইল।

অবশেষে বহুদিনের সেই একদিন অদ্য আসিল—প্রমথনাথ অশোকগ্রাম আসিলেন। চারুশশী কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একবার প্রমথর দিকে চাহিল, মনে মনে একটু কাঁদিল এবং তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে অন্তরালে যাইল, ও নির্জ্জনে আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

প্রমথ সকলের সঙ্গে আলাপেই ব্যস্ত হইলেন। মাতা যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। তাঁহার সহিত পিতার শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ মধ্যে প্রিয় ও রাম তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহাদের সহিত নানা প্রকার কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

অবশেষে মাতা প্রমথকে পূর্ব্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রমথ কহিতে লাগিলেন। চারুশশী অন্তরালে বসিয়া শুনিতে লাগিল।

পাঠকগণ! প্রমথনাথ কহিবার অগ্রে আমি তাঁহার পিতার ঋণ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে ইচ্ছা করি—

দীননাথের কয়েক লক্ষ টাকা ঋণ হইয়াছিল। তাহা কেবল কর্ম্মচারিদিগের বিশ্বাসঘাতকতায়। পরাণচাঁদ আদর্শনগরের একজন মহাজন। তেজারতি তাঁহার ব্যবসা। দীননাথ সময়ে সময়ে বিপদগ্রস্থ ব্যবসায়িদিগকে বিনা সুদে টাকা ধার দিতেন, এবং অনেক অভাবী ব্যক্তিকে অর্থ দান করিতেন। ইহাতে পরাণচাঁদের ব্যবসার হানি হইত। সেইহেতু তিনি দীননাথের পরম শত্রু ছিলেন।

দীননাথের কি উপায়ে অনিষ্ট হইতে পারে সদাসর্ব্বদা তিনি তাহারই চেষ্টা করিতেন।

৮১ সালের ঝড়ে দীননাথের কয়েকখানি নৌকা ডুবিয়া যায়। তাহাতে তাঁহার অনেক টাকা লোকসান হয়। পরাণচাঁদ কর্ম্মচারিদিগের সহিত অভিসন্ধি করিয়া দীননাথকে তাঁহার নিকট ঋণ করাইলেন। তিনি কয়েক লক্ষ টাকা ঋণ করিলেন। তাহারপর ঐ দেশে রেল হওয়ায় ব্যবসায় একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। পরাণচাঁদ শত্রুতাসাধনের উপযুক্ত সময় পাইলেন। তিনি তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিলেন।

দীননাথ দেনাপাওনা সমস্ত বিশেষরূপ অধ্যয়ন করিয়া দেখিলেন – সমস্ত পাওনা আদায় হইলে, সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়াও কয়েকলক্ষ টাকা থাকিবে। তিনি যত্নপূর্ব্বক পাওনা আদায় করিতে লাগিলেন।

তিনি পরাণচাঁদকে বলিলেন—"মহাশয়, আপনি ব্যস্ত হইবেন না, একটু সবুর করিয়া টাকা লউন। আমি অনেক অন্যান্য মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিয়াও আমার কয়েক লক্ষ টাকা থাকিবে। তাড়াতাড়ি করিলে আমারও টাকা আদায় হইবে না, আপনারাও কিছু পাইবেন না।"

পরাণচাঁদ তাহা শুনিলেন না। তিনি একেবারে স্থাবর অস্থাবর ক্রোক করিলেন। ইহাতেও তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। আর এক দফা নালিশ করিয়া দীননাথকে গ্রেপ্তার করিলেন।

যাহাহউক চারুশশী সমস্ত গহনা দিয়া সে যাত্রা রক্ষা করে। পরাণচাঁদের ঋণ কতক পরিশোধ হইল। অন্ততঃ তাহার প্রতিশোধ লওয়া হইল।

অন্যান্য মহাজনেরাও টাকা পাইতেন, কিন্তু তাঁহারা কোন অত্যাচার করেন নাই।

দীননাথের দুঃখ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ঋণের নিমিত্ত নানাপ্রকার লাঞ্ছনা হইতে লাগিল। প্রমথনাথ এই সকল দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন। তিনি পিতার ঋণ পরিশোধ করা জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য করিলেন।"

প্রমথনাথ কহিতে লাগিলেন।—

ঋণের নিমিত্ত পিতার নানাপ্রকার লাঞ্ছনা দেখিয়া আমার মনে যারপরনাই ঘৃণা হয়, প্রাণে তেমনি ধিক্কার জন্মে। আমি পিতৃ-ঋণ-পরিশোধ জীবনের যজ্ঞ করিলাম -মন্ত্রের সাধন অথবা শরীরের পতন আমি স্থির করিলাম। আমি বাহির হইলাম।

দুই চারি মাস নানাপ্রকার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইলনা। মন বড়ই খারাপ হইতে লাগিল; ক্রমে এতদূর যে, 'আমি এ প্রাণ আর রাখিব না' এমত সংকল্প করিলাম। কিন্তু ঈশ্বর রক্ষা করিলেন—দিন দন হইল বেনারস যাইলাম।

তথায় নিবা স্থির করিলাম—মরিব না, সমস্ত জীবন চেষ্টা করিয়া দেখিব; তাহাতে না হয়, অসাধ্য। অবশেষে মিথ্যা রটনাপূর্ব্বক উধাও হইয়া অর্থ-অনুসন্ধানে নানা দেশ ভ্রমণ করিব, এমত স্থির করিলাম। তাহাই করিলাম।—

মিথ্যা করিয়া টেলিগ্রাফ করিলাম—

'সেনাপসে আসিয়া আমার কলেরা হইয়াছে, অতীব ক্রূর জাতীয়, বাঁচিবার কিছুমাত্র আশা নাই।'

মাতা—দেহাই মহাশয় খবর পাইবামাত্র ৬ ধাম গিয়াছিলেন,

কিন্তু ঠিকানা না পাওয়ায় কোনরূপ সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

প্র—সন্ধান যেন না হয় এই মতলবেই আমি টেলিগ্রাফে কোনও ঠিকানা দিই নাই।

মা—যাহ'ক, তিনি ঠিকানা না জানায় তোমার বিষয় কোনওরূপ নিরাকরণ করিতে পারেন নাই। অবশেষে তুমি মরিয়াছ স্থির হইল। কিন্তু কোনরূপ প্রমাণ না পাওয়ায় উদ্দেশ্যে মুখাগ্নি বা শ্রাদ্ধ কিছুই করা হয় নাই। তাহা-হইলে তুমি আমাদের সহিত মিলিত হইতে পারিতে না।

প্র—আমি একবার মনে করিয়াছিলাম যে, একজন যারতার নাম দিয়া আমার মৃত্যুসংবাদ টেলিগ্রাফ করি। কিন্তু আবার ভাবিলাম যদি কখনও বাড়ী ফিরিতে হয়, ইহা করা হইবে না।

অতএব তাহা করিলাম না

আরও, বার বৎসর অতীত হইয়া গেলে আবার একটু গোল-যোগ হইত, সেইজন্য তাহার পূর্ব্বেই আসিয়াছি।

মা—ভগবান তোমার সহায় হইয়াছিলেন, তা'নাহলে কি হইত!

প্রমথনাথ কহিতে লাগিলেন।—

তাহারপর অর্থের জন্য নানা দেশ ভ্রমণ করি। অবশেষে এক সাহেব আমার বুদ্ধিবৃত্তি দেখিয়া আমাকে রাজপুতানায় লইয়া যান, এবং [illegible]পুরের রাজষ্টেটে একটি উত্তম পদ করিয়া দেন। সেইখানে আমি [illegible] এবং কিছু অর্থও সংগ্রহ করি। অবশেষে [illegible] অর্থ লইয়া কমিসি[illegible] কাজ করি। তাহাতে আমি [illegible] উপার্জন করি। তাহারপর

বাড়ী ফিরিবার ইচ্ছা করিলাম। কলিকাতায় একটা ব্যাঙ্কে সমস্ত টাকা জমা রাখিলাম, এবং সন্ন্যাসীবেশে [illegible] অশোকবনে আসিলাম। সন্ন্যাসীবেশে অশোকবনে [illegible] একটি উদ্দেশ্য—কে কেমন আছেন, কোথায় আছেন, প্রভৃতি [illegible]।"

মাতা গ্রেপ্তারের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সমস্ত বলিলেন। এইরূপে আলাপ, আপ্যায়িত, এবং [illegible]কথনে দিন কাটিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রমথনাথ ও চারুশশী।

আহারাদি সমাপ্ত হইল। চারুশশী ও প্রমথনাথ অদ্য দ্বাদশবৎসর পরে পুনর্ম্মিলিত হইলেন। মৃতস্বামীপ্রাপ্তা স্ত্রীর অদ্য দুর্ব্বল হৃদয়ে সাহসের সঞ্চার হইল। সে অতীত দুরবস্থার কথা ভুলিয়া যাইল। সে পরম আনন্দে স্বামীর নিকট আসিল। ইহজীবনেই সে স্বর্গ প্রাপ্ত হইল। বহুদিন-অনভ্যস্তা স্ত্রী স্বামীর নিকট আসিয়া মূক হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। তাহার মনে হইল—এ যেন স্বপ্নভূমি, সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে।

দ্বাদশবর্ষ-বিরহদগ্ধ প্রমথনাথ আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি স্ত্রীকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাহার মুখ চুম্বন করিলেন। স্ত্রী তাঁহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রমথও সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিলেন। বোধ হইল যেন পালঙ্কোপরিস্থিত প্রমথনাথ স্বর্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন, এবং তাঁহার স্ত্রী মৃত্যুর পর তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

যাহাহউক কিছুক্ষণ পরে ক্রন্দনের অবসান হইল। বৃষ্টিজলে ধৌত অট্টালিকার ন্যায় নয়ন জলে অভিষিক্ত হৃদয় দুইখানি ক্রমে আলাপ করিতে আরম্ভ করিল।

চারুশশী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "আমি তোমাকে সে দিন কত নীচ বাক্য কহিয়াছিলাম, কত শাপশাপান্ত করিয়াছিলাম"

প্রমথনাথ চারুশশীর মুখ মুছাইয়া কহিলেন "কেঁদ না, তাহাতে তোমার কিছুই দোষ হয় নাই; বরং না করাই দোষের কথা হইত।"

চারুশশী পূর্ব্বেই তাহা বুঝিয়াছিল। আবার এখন স্বামীর মুখে শুনিয়া তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। সে চুপ করিয়া রহিল।

প্র—চারু! তুমি আমার বৃত্তান্ত ত সমস্ত শুনিয়াছ, কিন্তু তুমি যে বিপদে পড়িয়াছিলে আমাকে তাহা বল। আমার শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

চা—আমার বিপদের কথা তুলিও না। যে দিন বাবা বাঁচিয়া ছিলেন আমার কোনপ্রকারই কষ্ট হয় নাই। কিন্তু দুই বৎসর হইল বাবার কাল হইয়াছে, তদবধি আমাদের কষ্টের পরিসীমা ছিলনা। বাবার মৃত্যুর পর পিশাচ নিশানাথ, তোমার বন্ধু, (অমনি প্রমথ একটু কাঁপিয়া উঠিলেন) অশোকগ্রাম ক্রয় করে, এবং সেই সূত্রে এইখানে যাতায়াত আরম্ভ করে। ক্রমে পিশাচ আমার প্রতি লোভ করে, এবং নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে থাকে। আমাকে সদাসর্ব্বদা দেখিবার জন্য পুরাতন কাছারি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আমাদের বাটির সম্মুখে কাছারি নির্ম্মাণ করে। দুরাত্মা ক্রমে মতলব দুরভিসন্ধিতে পরিণত করিল। আমরা আপনার দুঃখে ছিলাম, ও সমস্ত গ্রাহ্য করিতাম না, এবং বুঝিতেও পারিতাম না। এক দিন পিশাচ একখানি পত্র সহ একটি মেয়েমানুষকে আমার নিকট পাঠায়। পত্রখানির মর্ম্ম এই—

সুন্দরি! আমি তোমার রূপে যে কি পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছি তাহা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ। আমি আদর্শনগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল তোমারই জন্য এখানে অবস্থান করিতেছি। যে জন বলিয়া দিয়াছে তাহার প্রতি মনঃ রাখিয়া আপনাকে কষ্ট দেওয়া নিষ্ফলের কার্য্য। আশা করি তুমি সে সমস্ত ভাবিয়া আমার প্রতি আসক্তা হইবে। আরও কত কি লিখিয়াছিল, আমার সমস্ত মনে নাই।

প্র—তারপর তুমি কি উত্তর দিলে?

চা—আমি? আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়?

প্র—আমার মনে হয় তুমি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলে!

চা—তাই করিয়াছিলাম। আমি লিখিয়াছিলাম—রাক্ষস্! আমি তোর বন্ধুর স্ত্রী, আমাকে এ কথা লিখিতে তোর কিছুমাত্র লজ্জা বোধ হইল না? রাক্ষস্! ও আশা মনে স্থান দিস্ না। কেন মিছামিছি কষ্ট পাইবি। নিশ্চয় জানিস্ প্রাণ থাকিতে তোর দুরভিসন্ধি সফল হইবে না।

প্র—তা'রপর?

চা—তা'রপর রাক্ষস্ তখনও দুরাশা ত্যাগ করিল না। মা দুঃখ করিবেন বলিয়া আমি তাঁহাকে কিছুই বলিতাম না। রাক্ষস্ নানা অলঙ্কার, বস্ত্র, এবং অর্থের প্রলোভন দিতে লাগিল। কি মূর্খতা! সে জানে না চারুশশী দীননাথের পুত্রবধূ, প্রমথনাথের স্ত্রী; বস্ত্র অলঙ্কার দেখাইয়া সে কাহাকে ভুলাইতে চাহে!

আমি এক দিন তাহাকে তাহার মূর্খতা সম্বন্ধে লিখিয়া পাঠাই, কিন্তু রাক্ষস্ কিছুতেই ক্ষান্ত হইল না। অবশেষে আমাকে

জোরপূর্ব্বক হরণ করিবার উদ্যোগে থাকিল। আমি তাহা বুঝিতে পারিয়া তোমার দুর্লভ বন্ধু স্বর্গীয় গোবিন্দকে পত্র লিখিয়া জানাই। তিনি পত্রপাঠমাত্র আমাকে তাঁহার নিজের বাটিতে লইয়া যান। আমি সেইখানে এক মাস থাকি। তিনি আমার নিকট হইতে সমস্ত পত্র লইয়া রাক্ষসের বিরুদ্ধে নালিশ করেন; তাহাতে রাক্ষসের দণ্ড হইয়াছিল।

প্র—আহা! সেই প্রাণের বন্ধু গোবিন্দকে একবার দেখিতে পাইলাম না! এ দুঃখ মরণেও ঘুচিবে না।

এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে দুইজনেই সেই অমূল্য বন্ধুনিধির নিমিত্ত কিছুকালের জন্য সহৃদয় ক্রন্দন করিলেন।

চা—তিনি কেবল ঐ উপকার করিয়াছিলেন তাহা নহে। যখনই আমরা কোন সামান্য বিপদে পড়িয়াছিলাম তখনই তিনি অর্থ দিয়া হউক, কায়িক পরিশ্রমে হউক, নিজের কার্য্যের ক্ষতি করিয়াও আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে আমাদের খবর লইবার জন্য নিজে আমাদের বাটি আসিতেন। তোমার জন্য মায়ের কাছে কত কাঁদিতেন; মা কাঁদিতেন বলিয়া চক্ষু মুছিয়া অন্য কথা পাড়িতেন। বাবার শ্রাদ্ধের সময় তিনি নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বজন্মে অনেক তপস্যা করিয়াছিলাম যে আমরা এরূপ দুর্লভ বন্ধু পাইয়াছিলাম। আহা! তিনি কেবল বলিতেন তুমি মৃত্যুকালে তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলে যে আমার ভার সমস্ত তাঁহার উপর দেওয়া হইল।

প্র—হা বন্ধু গোবিন্দ! ভাই, তুমি আমার মৃত্যু শুনিয়াছিলে না আমি তোমার মৃত্যু শুনিলাম? প্রিয়! তোমার সহিত একবার দেখা করিবার সাধ হইতেছে। কিন্তু হায়, তুমি কোথায়! ভাই! আমার এ জীবনের সমস্ত সুখ তুমি হরিয়া লইয়া গিয়াছ। এ জীবনে আর আমার সুখ হইবে না, এবং চাহিও না। আমি শীঘ্র তোমাদের সহিত মিলিত হইতে চাহি।

এইরূপে প্রমথনাথ এবং চারুশশী উভয়ে বন্ধুর জন্য কাঁদিতে লাগিলেন। ঐরূপ উভয়ে উভয়ের পিতার জন্যও কাঁদিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে প্রমথনাথ বলিলেন—

"প্রিয়ে! আর আমার কিছুই ভাল লাগিতেছে না, এবং আর লাগিবেও না। আমি যাঁহার জন্য তোমাকে যৌবনারম্ভে মিছামিছি অকথ্য বৈধব্যযন্ত্রণা দিয়াছি, যাঁহার জন্য এই অমূল্য বন্ধুবন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃত্যুচ্ছলে গিরি, গহ্বর, বন, জঙ্গল, পাহাড়, পর্ব্বত নির্ভয়ে ভ্রমণ করিয়াছি, সেই পিতৃদেবের একবার দেখা পাইলাম না? এ দুঃখ মরণেও ঘুচিবে না।

যাহাহউক পিতৃ-ঋণ-পরিশোধ আমার জীবনের যজ্ঞ। তাহার উপায়ও করিয়াছি। এই দ্বাদশ বৎসর মধ্যে আমি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি। এক্ষণে আমার প্রধান এবং প্রথম কার্য্য তাঁহার ঋণ পরিশোধ করা, এবং সেইহেতু আদর্শনগরে যাওয়া; আর একবার সেই নীচপ্রবৃত্তি নিশানাথকে কয়েকটি কথা বলিয়া আসা। তৎপরে সকলে বেনারস যাইতে হইবে। আহা! প্রাণের সহোদরগণ না জানি কত কষ্টই পাইত যদি আমি ঐ

সময় যেনারস না যাইতাম। এখন আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য তাহাদিগকে মানুষ করা, এবং মৃত্যুর জন্য দিন গণনা করা।

এইরূপ কথোপকথনের পর উভয়ে নিদ্রার নিমিত্ত শয়ন করিলেন।
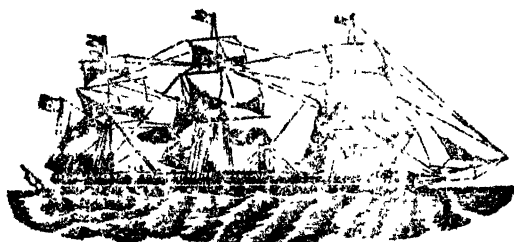
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অভিমান।

কিছু বাকী আছে। নিদ্রা হইল না। কিছুক্ষণ পরে চারুশশী কহিল "আমার একটি কথা আছে, শুনবে ?"

প্র—কি ? বল।

চা—আর ব'লব না, যাও।

প্র—না, বল।

চা—ভাল কথা নয়, তোমার পক্ষে মন্দ।

প্র—তা হ'ক, বল।

চারুশশী বলি বলি করিয়া মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিল—"কত দুঃখ সুখ হ'য়ে গ'য়ে গেল, মনের আর সেরকম সুখ নাই, তা-না হ'লে শুধু ছেড়ে দিতাম ?"

প্র—কেন, কি করতে ?

চা—যা করতাম তা করতাম। যদি করতাম ত বলতাম। যখন আর করলেই না তখন আর ব'লে কি হবে ?"

প্র—তবু শুনতে পাই না কি ?

চা—এই আর কিছু নয়—একটু বা দুঃখ করতাম, একটু বা মান করতাম, একটু বা অভিমান করতাম। আবার কি করব ?

প্র—যাহ'ক বেঁচেছি। "বলি রাসুতে না ত—?"

চা—তাও কোন দু'চারটে কিল, এক আধ্ খা চড় না মেরে ছেড়ে দিতাম?

প্র—যদি আমি না আস্‌তাম?

চা—যেমন ছিলাম তেমনি থাক্‌তাম।

প্র—তবে আমি যাই? মনে ক'রো আমি আসি নাই।

চা—কে বারণ কর্‌ছে।

প্রমথনাথ উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া বাহিরে যাইলেন।

"কিন্তু আর আসিতে দিব না" এই বলিয়া চারুশশী দ্বার রুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল।

প্রমথনাথ চারুশশীকে দ্বার রুদ্ধ করিতে দিলেন না, কহিলেন "তা হবে না, দুয়ার খোলা থাক্," এবং দুয়ার আট্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দ্বার রুদ্ধ করা অসম্ভব দেখিয়া চারুশশী কহিল "আচ্ছা আমার কাছে এলে দেখ্‌তে পাবে," এবং আপন মনে বলিতে লাগিল—'একটুকুও বিশ্বাস নাই—লোকের মুখে সব শুন্‌লে তবু বিশ্বাস হ'ল না, আবার নিজে পরীক্ষা করা হ'ল—এত অবিশ্বাস। তা বেশ, আমিও পরীক্ষা কর্‌তে জানি"।

প্র—কি বক্‌ছ আপন মনে?

চা—আমি যাই করি তোমার কি?

প্রমথনাথ দীননাথের প্রাণের কুমার, এবং চারুশশী তাঁহার আদরের পুত্রবধূ। পূর্ব্বে চারুশশী প্রমথর উপর কথায় কথায় মান করিত। অদ্য দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, উভয়েই সংসারের উচ্চতম শীর্ষে আরোহণ করিয়াছেন। উভয়েই বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। আর সেরূপ হাসি খেলার সময় নাই।

কিন্তু স্বামীকে পাইয়া অদ্য চারুশশীর পূর্ব্বস্বভাব পুনরুদিত হইল। সে এখনও প্রমথর উপর মান করিল।

তা আমরা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি চারুশশী আদরের মেয়ে—সে কথায় কথায় মান করে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন এখন তাহা অসম্ভব এবং অসদৃশ। আমরা বলি অসম্ভব নহে। দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, সত্য। প্রমথর দ্বাদশবর্ষ অভিনীত হইয়াছে, চারুশশীরও দ্বাদশবর্ষ অভিনীত হইয়াছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে ত তাহা অভিনীত হয় নাই। সেই—দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে চারুশশী মান করিয়াছিল, আর এই দ্বাদশ বৎসর পরে মান করিল। মধ্য সময় ত উভয়ে উদ্ভ্রান্ত ভাবে কাটাইয়াছেন। স্বভাবের পরিবর্ত্তন ক্রমশঃ হইয়া থাকে। পরিবর্ত্তন লঙ্ঘন জানে না।

তা চারুশশী ত পূর্ব্বেই বলিয়াছে এখন তাহার মান অভিমান করিবার ইচ্ছা নাই।

তাই বলি আমরা চারুশশীর এই মানে দোষারোপ করিতে পারি না। তাহার কোনও দোষ নাই। দোষ মান অভিমান এই কথা দুইটির। উহারাই চারুশশীর মনে তাহার পূর্ব্ব-স্বভাব জাগাইয়া দিয়াছে।

আমাদের বিশ্বাস চারুশশী আর মান করিবে না। তবে যদি সামলাইতে না পারিয়া এক আধ্ দিন করে, বলিতে পারি না।

কিছুক্ষণ পরে প্রমথনাথ ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। চারুশশী তাহা দেখিল, কিন্তু কিছু বলিল না। প্রমথনাথ দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহার পার্শ্বে বসিলেন। তখন চারুশশী বলিল "আবার এলে যে?"

প্র—আমি কি একেবারে গিয়েছিলাম? তখন বলেছিলাম, গিয়েছিলাম; এখন আবার মন হ'ল, এলাম।

চা—তা বটে। তোমাদের রকমই ঐ। তা'না হ'লে আমাকে বল্‌লে না, কইলে না, কোন্ দিকে চ'লে গেলে; আবার মিথ্যা মৃত্যু রটনা করলে।

প্র—তোমাকে কইলে কি আর যেতে দিতে, না যাওয়া হ'ত?

চা—যেয়ে ত ভারি লাভ হল—এই সাতগুষ্টি কাঁদিয়ে ভারি সুখ হ'য়েছিল, নয়?

প্র—তা যাই হক, বাবার ঋণ ত সমস্ত পরিশোধ করিব।

চা—তাই কর, তা হলেও না হয় বুঝিতে পারি একটা কাজ হ'ল।

প্র—কা'ল বোধ হয় টাকা আস্‌বে। কা'ল ঋণ পরিশোধ করিতে যাইব।

আমরা প্রমথনাথ এবং চারুশশীর কথোপকথন যতদুর শুনিতে পাইয়াছিলাম তাহাই লিখিলাম। তাহারপর যে কি কথাবার্ত্তা হইল, হইল কি না, তাহা আমরা বলিতে পারিনা। মূল কথা, আমরা তাহা বলিব না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি উভয়ে সুখে নিদ্রা যাইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুপ্রভাত।

সুপ্রভাত! সুপ্রভাত! সুপ্রভাত! শ্রীশ্রীহরিঃ শরণং। অদ্য ৺দীননাথ চট্টোপাধ্যায় ঋণ দায়ে মুক্ত হইবেন। দীননাথ অদ্য সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করিবেন। তাই বলি সুপ্রভাত! সুপ্রভাত! সুপ্রভাত!।

স্বর্গের দেবতাগণ মহা আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। (কারণ কাহারও মঙ্গল হইলেই তাঁহাদের আনন্দের সীমা থাকে না) অপ্সরাগণ 'ধন্য প্রমথ" বলিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন। তাই আজি প্রভাতে আকাশে সাদা সাদা কয়েকখানি মেঘ দেখা দিয়াছিল। তাই আজি প্রভাতে একটু একটু গুড়ু গুড়ু গর্জন হইয়াছিল। তাই আজি প্রভাতে মোটা মোটা ফোঁটা কয়েক বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তাই বলি সুপ্রভাত! সুপ্রভাত! সুপ্রভাত।

ধন্য প্রমথ, ধন্য তোমার পিতৃভক্তি। তোমার মত পুত্র পাইলে স্বর্গের দেবতারাও মর্ত্তে বাস করিতে কুণ্ঠিত নহেন। প্রমথ! তুমি ধন্য, ধন্য তোমার পিতা, আর ধন্য সেই ব্যক্তি যেজনকে ভগবান তোমার মত পুত্ররত্ন দিয়া সুখী করিয়াছেন।

কিছু বেলা হইতে না হইতে টাকা আসিয়া পঁহুছিল। প্রমথনাথ ঋণপরিশোধার্থে আদর্শনগর যাত্রা করিলেন। অশোকবনে সন্ন্যাসীবেশে অবস্থানকালে তিনি একদিনের জন্যও আদর্শ-

নগর যান নাই। তিনি দ্বাদশবৎসর পরে এই প্রথম আদর্শ-নগর যাইতেছেন।

প্রমথনাথ আদর্শনগর প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন—মাধবীতলায় আর সন্ন্যাসীরা বসেন না, ঐ পুষ্করিণী শুষ্ক এবং পঙ্কপরিপূর্ণ। কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতে দেখিলেন, বিশু সরকার* একটি পাঁজায় কার্য্য করিতেছে। বিশু সরকারকে পাঁজায় খাটিতে দেখিয়া প্রমথনাথ বিস্মিত হইলেন একটু দাঁড়াইলেন, তাহার নিকটে যাইলেন; এবং কহিলেন "বিশু! ব্যাপার কি, তুমি যে পাঁজায় খাটিতেছ?"

বিশু অবাক হইয়া প্রমথনাথের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বিশু কহিল "মহাশয়, আপনাকে চিনিতে পারিতেছি না, পরিচয় দিলে বাধিত হইব।"

প্রমথনাথ কহিলেন—"আর পরিচয় জানিয়া কাজ নাই। কেন দুঃখের জীবনে সুখময় অতীতের কথা মনে পড়িয়া আরও দুঃখ পাইবে?"

বিশু ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছে, অশোকবনের সন্ন্যাসী তাহার স্বর্গীয় প্রভু দীননাথের পুত্র প্রমথনাথ। প্রমথনাথের কথাবার্ত্তা শুনিয়া এবং তাঁহাকে দেখিয়া তাহার মনে সন্দেহ জন্মিল। সে প্রমথনাথকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?"

প্রমথনাথ সরকারের কষ্ট দেখিয়া আর কিছুই গোপন করিলেন না। তিনি কহিলেন—"আমি অশোকগ্রাম হইতে

* বিশ্বনাথ সরকার দীননাথের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি জাতিতে কায়স্থ। এই কয়বৎসর মধ্যে তাঁহার অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছে।

বিশু আবার কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "আমি এজন্য কিছু-মাত্র দুঃখ করি নাই, কিন্তু কর্ত্তার কি অবস্থা হইয়াছিল—"

প্রমথনাথ কহিলেন—"বিশু! আর কষ্ট দিও না। এক্ষণে এখানে কি জন্য আসিয়াছি শুন—এই দ্বাদশবৎসরকাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি। এক্ষণে পিতার ঋণপরিশোধার্থে চলিলাম। তুমি ওসমস্ত এখন রাখিয়া দাও, এবং আমার সঙ্গে আইস"।

প্রমথনাথ বিশুকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতে প্রমথনাথ দেখিলেন—হরিণী পুষ্করিণীর আর সে শোভা নাই, আর একটিও হরিণ চরে না, পুষ্করিণী পানায় ভরিয়া গিয়াছে; চাঁদনী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; অতিথিশালায় কুকুর শুইয়া রহিয়াছে। প্রমথনাথ তাঁহার সাধের হরিণীপুষ্করিণীর এই-রূপ ভগ্নাবস্থা দেখিয়া যারপরনাই মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি আর তাহা দেখিতে পারিলেন না—অগ্রসর হইলেন, সে স্থান হইতে চলিয়া যাইলেন। যাইতে যাইতে বিশুকে কহিলেন "বিশু! এসব হ'য়েছে কি? এখানে কি আর মানুষ থাকেনা?"

বিশু কহিল—"এ আর কি হ'য়েছে? নগর প্রবেশ করিয়া দেখিবে কত বড় বড় দালান সব পড়িয়া গিয়াছে—পুনরায় যে উঠিবে তাহার আশা নাই। কেবল কুকুর শৃগালের আড্ডা হইয়াছে। আমাদের সে সব বড় বড় দালানের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। গঙ্গার-ধারে একটিও কুঠী নাই। সমস্ত রাস্তা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ঘাট গুলি সব আঘাট হইয়াছে। গঙ্গায় সেওলা হইয়াছে, চর পড়ি-য়াছে,—কুকুরশৃগালে গঙ্গা পার হইতেছে। আদর্শনগর এক্ষণে

কণ্টকনগর হইয়াছে। আদর্শনগরে আর মানুষ থাকে না, আদর্শনগর এক্ষণে ভূতের আবাস হইয়াছে।

এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে প্রমথনাথ এগার বৎসর পরে আদর্শনগর প্রবেশ করিলেন।

অশোকবনে অবস্থানকালে তিনি শুনিয়াছিলেন তাঁহার পিতা ঐ নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক বেনারসে বাস করিতেছেন, সেইহেতু তখন তিনি আদর্শনগর যান নাই।

নগর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—নগরে আর সেরূপ কোলাহল নাই। সমস্তই যেন নিস্তব্ধ এবং সুপ্তপ্রায়। রাস্তায় একটিও মানুষ দেখা যাইতেছে না। কেবল দলে দলে কুক্কুরদল দৌড়িয়া বেড়াইতেছে, এবং পথিক দেখিলেই চীৎকার করিতেছে। বোধ হইতেছে যেন তাহারা ঐ চীৎকার দ্বারা প্রকাশ করিতেছে—যেন তাহারা ঐ নগরে মানুষ থাকিতে দিবে না। প্রমথনাথ বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়া কহিলেন "চল আমরা নগরের মধ্য দিয়া না যাইয়া গঙ্গারধারদিয়া যাই। আমাদের বাটির স্থান দেখিলে আমার বড় কষ্ট হইবে।

এইরূপে দুইজনে গঙ্গারধারদিয়া বরাবর বন্ধুবর গোবিন্দের বাটিতে উঠিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বন্ধু-পত্নী।

গোবিন্দের বাটি প্রবেশকালে প্রমথনাথ একবার ভাবিলেন—"আমি কোথায় যাইতেছি? গোবিন্দের বাটি! কিন্তু হায়, সে কোথায়!"

আদর্শনগর প্রবেশ করিয়া অবধি প্রমথনাথ নানাপ্রকার যাতনা পাইতেছিলেন। এক্ষণে কিন্তু তিনি ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়াছেন। কোন দুঃখের স্মৃতি মনে আসিলেই তাহাকে স্থান না দিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাই প্রমথ গোবিন্দের বাটি প্রবেশকালে প্রকাশ্যে কোনও প্রকার দুঃখ প্রকাশ করিলেন না।

গোবিন্দের বাটির সকলেই প্রমথনাথের বৃত্তান্ত শুনিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই সকলেই চিনিতে পারিলেন। গোবিন্দের ভ্রাতাগণ তাঁহাকে বিশেষ আদরের সহিত সম্ভাষণ করিলেন, এবং আগ্রহের সহিত তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন।

প্রমথনাথ কহিলেন যে, তাঁহার এখানে আসিতে বড়ই কষ্ট বোধ হইতেছিল, এবং তিনি এখানে আসিতেনও না, কেবল বন্ধুবরের অব্যক্ত উপকারিতার কৃতজ্ঞতা জানাইতে তাঁহার স্ত্রীর নিকট একবার আসিয়াছেন।

গোবিন্দের স্ত্রীকে খবর দেওয়া হইল। তিনি সানন্দে তাঁহার অন্তঃপুরে আগমন প্রার্থনা করিলেন।

প্রমথনাথ অন্তঃপুরে আনীত হইলেন। তিনি বন্ধুর স্ত্রীকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন—"আপনার স্বামী আমার অমূল্য বন্ধু-বর, আপনি তাঁহার স্ত্রী। তিনি আমার যে সকল উপকার করিয়া-ছিলেন, তাহা কেবল অনির্ব্বচনীয়, অপরিমেয় এবং অচিন্তনীয়। তাঁহার উপকারিতার জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকালের নিমিত্ত ঋণী থাকিলাম। সেইরূপ আপনারও নিকট।—আপনার নিকট এই কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।"

এই বলিতে বলিতে প্রমথনাথের চক্ষুদিয়া দুই ফোটা জল পড়িল। তিনি বলিলেন "আর আমি এখানে থাকিতে পারিব না, আমাকে এখনই বিদায় দিন।"

"আপনি আমার পূজনীয়, আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন" এই বলিয়া গোবিন্দের স্ত্রী প্রমথনাথকে প্রণাম করিলেন, এবং কহিলেন—"আপনার বৃত্তান্ত বিশেষরূপ জানিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে, আপনার স্ত্রীকে এক দিন যদি পাঠাইয়া দেন? আমার আর একটি অনুরোধ আছে, যদি রাখেন তাহাহইলে বড়ই সুখী হইব—আপনি স্নান আহার এইখানেই করিবেন, অন্যথা করিবেন না।" প্রমথনাথ স্বীকৃত হইলেন এবং বন্ধু-পত্নীর নিকট বিদায় লইয়া মহাজনদিগের জন্য যাত্রা করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরাণচাঁদ ও ঋণ-পরিশোধ।

আজকাল তাঁহাদের আর সে অবস্থা নাই। রেল হইয়া সমস্ত ব্যবসাবাণিজ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাঁহারাও হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রমথনাথ প্রথমেই পরাণচাঁদের নিকট যাইলেন।

পরাণচাঁদ এক্ষণে শীর্ণ, জীর্ণ, হৃদ্‌রোগান্বিত—বহির্বাটিতে একটি কক্ষে একটি তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া খাড়া হইয়া বসিয়া আছেন—যেন প্রাণায়াম করিতেছেন। তাঁহার শুইবার যো নাই—কাত হইবার যো নাই—খাড়া সোজা হইয়া না থাকিলে উক্‌মুরি লাগিয়া প্রাণ যায়যায় হইয়া উঠে। তাঁহার দুই পা হাঁটিবার ক্ষমতা নাই। এক্ষণে তিনি শয্যাবতীর ক্রীতদাস।

উপরন্তু একটি চক্ষুতে ছানি পড়িয়াছে - ভাল দেখিতে পান না। পরাণচাঁদের যারপরনাই কষ্ট হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রীর পরলোক হইয়াছে। পুত্র তাঁহার আদৌ হয় নাই। তাঁহার জামাতা এক্ষণে হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা। তিনি যাহা হাত তুলিয়া দেন তাহাই তিনি খরচ করিয়া থাকেন।

কন্যা এবং জামাতার দুর্ব্বাক্য শুনিয়া শুনিয়া পরাণচাঁদের জীবনে ঘৃণা হইয়াছে। তিনি কেবল মৃত্যুর জন্য দিন গণনা করিতেছেন। কিন্তু মৃত্যু ত হাতের কথা নয়। মৃত্যু চাহিলেই

কি মৃত্যু হয়? তিনি কত মহাত্মাকে অসহ্য কষ্ট দিয়াছেন তাঁহা হইতে কত লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাঁহার মৃত্যু শীঘ্র হইবে কেন?

প্রমথনাথ পরাণচাঁদের অবস্থা দেখিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। তিনি শত্রুতার কথা সমস্ত ভুলিয়া যাইলেন। তিনি পরাণচাঁদকে কহিলেন "আপনার শরীর বড়ই খারাপ হইয়াছে।"

পরাণচাঁদ প্রমথনাথকে চিনিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন "মহাশয়ের নিবাস কোথায়?" প্রমথনাথ কহিলেন "নিবাস এইখানেই, আমি প্রমথনাথ, দীননাথ চট্টোপাধ্যায় আমার পিতৃদেব।"

পরাণচাঁদ ইতিপূর্ব্বে প্রমথের বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। তিনি প্রমথকে বসিতে বলিলেন। প্রমথ বসিলেন।

পরাণ—প্রমথ! আর চিন্তা করিও না, ঈশ্বর তোমার পিতার পরম শত্রুর প্রতি সমুচিত শাস্তি বিধান করিয়াছেন। আমার এক্ষণে কি পর্য্যন্ত দুর্গতি হইয়াছে শ্রবণ কর—

আজ দশ বৎসর হইল আমি এই শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়াছি। এ রোগের যন্ত্রণার কথা আর কি বলিব—সদাসর্ব্বদাই প্রাণ যায়যায়, অথচ প্রাণ বহির্গত হয় না। মৃত্যুযন্ত্রণা—যাহার চিন্তাই কত ভয়ানক!—সেই কল্পিত যাতনা আমার সদাসদা সাথী হইয়াছে—আমি প্রতিক্ষণেই মরিতেছি, কিন্তু মরা শেষ হইতেছেনা। আর প্রত্যহের মৃত্যু—সেই সুখময়ী নৈশ সমাধি—সেই পরম পিতার পরম আশীর্ব্বাদ শান্তিপূর্ণা নিদ্রা—তাহা হইতেও আমি বঞ্চিত। আমি সন্দেহ করি ক্রূরতম নরকেও

এরূপ যাতনা আছে কি? প্রমথ তোমার পিতার শত্রুর পরিণতি দেখ। শুধু ইহাই নহে। এ ত শারিরীক কষ্টের কথা কহিলাম। আমার মানসিক কষ্টেরও অবধি নাই। আমার কন্তা-জামাতার আমার প্রতি যে ব্যবহার তাহা অতি চমৎকার। আমার এই বৃদ্ধাবস্থা, রোগ, ভয়ানক রোগ! চক্ষুতেও ভাল দেখিতে পাই না, আমার সেবা শুশ্রূষা করা দূরে থাক তাহারা আমার সহিত ভালরূপ আলাপও করে না। আমি মরিলেই তাহারা বাঁচে। এই দেখ এই বহিবাটিতে আমাকে থাকিতে হয়। তাহারা দিনান্তে আমার সহিত একবারও দেখা করে না। আমার এত অসুখ, আমি অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া কলিকাতায় বাসা করিয়া আছে। প্রমথ! শরীর এবং মন উভয়তঃ আমার যারপরনাই কষ্ট হইয়াছে। তোমার মহাত্মা পিতৃদেবকে যেমন অন্যায় কষ্ট দিয়াছিলাম তেমনি সমুচিত শাস্তি হইয়াছে। আহা! তাঁহার সমস্ত কষ্টের মূল আমি, আমি তাঁহার সোনার সংসার নষ্ট করিয়া দিয়াছি, আমি তাঁহাকে ভিখারীর বেশে গৃহত্যাগ করাইয়াছি। এ পাপাত্মার আরও শাস্তি হওয়া উচিত। ইহার উপর গলিত কুষ্ঠ হইলে তবে শাস্তি সম্পূর্ণ এবং সমুচিত হয়।

প্রমথ—আপনার বড়ই কষ্ট হইয়াছে। এ সময়ে তাঁহাদের আপনার কাছ ছাড়িয়া যাওয়া ভয়ানক অন্যায় হইয়াছে।

পরাণ—প্রমথ! অন্যায় কাহারও নহে, অন্যায় আমার। আমি যেমন মহাপাতক তেমনি শাস্তি হইয়াছে।

প্র—আপনি নিজকে বারম্বার ওরূপ ধিক্কার করিবেন না। তাহাতে অসুখ বাড়িতে পারে। এ ব্যাধি সম্বন্ধে চিন্তা

বিশেষ বিরুদ্ধ। আপনার কোনও দোষ নাই—সে সময় আমাদের মন্দ হইবার কথা, আপনি কেবল তাহার হেতু হইয়াছিলেন মাত্র। সে বিষয় আর দুঃখ করিবেন না।

পরাণ—তোমার পিতার মৃত্যু শুনিয়া আমি যারপরনাই দুঃখিত হইয়াছি। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে আমি তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতাম। তিনি সদাশয় ব্যক্তি, অবশ্য ক্ষমা করিতেন। তাহাহইলে আমার পরলোকে ভাল হইত। আমার ভয় হয়, না জানি পরলোকে আরও কত অজানিত ভীষণ যন্ত্রণা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

প্রমথনাথ পরাণচাঁদের আক্ষেপ শ্রবণ করিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। তিনি কহিলেন "আপনি ওসকল চিন্তা করিবেন না, চিন্তা এ ব্যাধি সম্বন্ধে বড়ই বিরুদ্ধ"।

তাহারপর পরাণচাঁদ কহিলেন "আমার টাকা ত একপ্রকার শোধ হইয়াছিল, কিছু বাকী ছিল মাত্র। কিন্তু আমি আর টাকা লইবনা।"

প্রমথনাথ কহিলেন আমার পিতা আপনার নিকট এখনও ঋণী, আমাকে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। আপনাকে টাকা দিতে আমি এখানে আসিয়াছি।

পরাণ—আমি টাকার জন্য সমস্ত করিয়াছি—দয়া, মায়া, সমস্ত ত্যাগপূর্ব্বক কত পৈশাচিক কার্য্য করিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই। এখন আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—আর টাকা দেখিবনা — আর টাকা স্পর্শ করিবনা—আর টাকা

ভাবিও না। আমাকে টাকার কথা আর কহিও না।
আমি তোমার পিতাকে ঋণ-মুক্ত করিলাম।

প্রমথ—যাহাহউক আপনাকে টাকা লইতে হইবে।

কিছুতেই ছাড়িবে না দেখিয়া পরাণচাঁদ কহিলেন "তবে দাও।" পরাণচাঁদের পঞ্চাশ সহস্র টাকা বাকী ছিল। প্রমথনাথ তাহা পরিশোধ করিলেন।

প্রায় পাঁচ বৎসর হইল অর্থে পরাণচাঁদের অত্যন্ত ঘৃণা হয়, তিনি আর অর্থের সহিত কোনরূপ সংশ্রব রাখিবেন না এমত প্রতিজ্ঞা করেন। সেইহেতু তিনি তাঁহার সমস্ত অর্থ এবং সম্পত্তি কন্যা ও জামাতার হস্তে সমর্পণ করেন।

কিয়ৎকাল পরে নানাবিধ অন্যজাতীয় কথাবার্ত্তার পর পরাণ চাঁদ প্রমথনাথকে কহিলেন—"আমি টাকা লইয়া কি করিব? এ টাকা আমি অপাত্রে দিতে চাহি না। আমার নিকট থাকিলেই আমার জামাতা কন্যা লইবে। এই অর্থ তোমার নিকট জমা থাকিল। যখন কোন দুঃখী বা অভাবী ব্যক্তি দেখিবে, এই অর্থ দিয়া তাহাদের দুঃখ বা অভাব মোচন করিবে।

প্রমথনাথ পরাণচাঁদের পরিবর্ত্তনে মুগ্ধ হইলেন। তিনি উত্তর করিলেন "আপনিই যাহাহয় করিবেন," এবং বিদায় লইলেন।

পরে তিনি অন্যান্য মহাজনদিগের নিকট যাইলেন, এবং তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিলেন।

ঋণ পরিশোধ করিয়া প্রমথনাথ গঙ্গাস্নান করিতে যাইলেন। গঙ্গাতীরে গিয়া দেখিলেন—বুড়ি যাহা বলিয়াছিল সমস্তই অক্ষরে অক্ষরে সত্য—গঙ্গারধারে আর সেরূপ নৌকা বাঁধা থাকে না;

আর পাল তুলে সন্ সন্ রবে নৌকা আসে না; দাঁড়িমাঝিরা আর গান গায় না; আর ব্যবসাবাণিজ্যের সে কোলাহল নাই, গঙ্গায় স্থানে স্থানে সেওলা পড়িয়াছে; মধ্যে মধ্যে চড়া হইয়াছে—আর ভাগীরথীর সে স্রোত নাই—যেন বৃদ্ধা শেষ জীবন বহন করিতেছেন।

আর সে সকল লোকও দেখা যায় না—সমস্তই যেন নূতন, অপরিচিত—যদিই বা তিনি কোন পরিচিত ব্যক্তিকে দেখেন, তাঁহারা তাঁহাকে চিনিতে পারেন না।

প্রমথনাথ ভাবিলেন, যেন এ কোন নূতন অপরিচিত স্থান। যাহাহউক এতদ্দর্শনে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং স্নানাদি সমাপ্ত করিয়া বন্ধুর বাটীতে ফিরিলেন।

বন্ধুর ভ্রাতাদিগের নিকট নগরের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

বন্ধুর স্ত্রী অদ্য স্বামীর প্রিয় বন্ধুকে পাইয়া মনের সাধে নানা প্রকার খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়াছেন। স্বামীর মত যত্নে প্রমথনাথকে [illegible]সিয়া বসিয়া খাওয়াইলেন।

আহারাদির পর প্রমথনাথ একবার সেই কপট বন্ধু নিশানাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নিশানাথ।

নিশানাথ প্রমথনাথের বার্ত্তা সমস্তই শুনিলেন, এবং মনে মনে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন। তিনি একাকী একটি কক্ষে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে প্রমথনাথ নিশানাথের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। নিশানাথকে বাহিরে না দেখিয়া তিনি একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। পত্রখানি এই—

প্রিয় নিশা!

মৃত প্রমথনাথ পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়াছে। একবার তোমার সহিত দেখা করিতে চাহে। আমাদের বাল্যবন্ধু-বর্গের মধ্যে তুমিই মাত্র জীবিত, তাই তোমাকে দেখিতে বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। একবার দেখা করিলে যারপরনাই আনন্দিত হইব।

তোমার চিরমিলিত প্রমথ।

প্রমথনাথ প্রথমে মনে করিয়াছিলেন নিশানাথকে দুই এক কথা বলিবেন। কিন্তু তাঁহার মনের গতি এক্ষণে অন্যপ্রকার হইয়াছে। তিনি ভাবিলেন—'সে অত্যাচার করিয়াছিল, মন্দ কাজ করিয়াছিল; তাই বলিয়া কি আমার তাহার সহিত দেখা করিবার ছলে বিদ্রূপ করা উচিত? সে আমাকে দেখিলেই যারপরনাই লজ্জিত হইবে।'

এক্ষণে তাঁহার মনের ভাব বাস্তবিকই, বাল্যবন্ধুদিগের মধ্যে তিনি এক মাত্র জীবিত, তাই তাঁহার সহিত দেখা করা।

নিশানাথ পত্র পাইলেন। পত্র খুলিয়া শিহরিলেন। তিনি এইরূপে চিন্তা করিতে লাগিলেন—

প্রমথ, তুমি ফিরিয়া আসিয়াছ! আমার সহিত দেখা করিতে আসিযাছ। কি ভাবে?—শত্রুভাবে না মিত্রভাবে? শত্রুভাবে!—সে আমার বাটিতে আমার উপর কি শত্রুতা সাধিতে পারে? তবে কি সে বাস্তবিকই মিত্রভাবে আসিয়াছে? সে এখনও আমার মিত্র!—সে পত্রে লিখিয়াছে "তোমার চিরদিনের প্রমথ"। তবে সে এখনও কিছুই শুনে নাই! তাহাও কি আর জানিতে বাকী আছে? প্রসূতি কি সন্তানের সংখ্যা রাখে না? তাহা কখনই হইতে পারে না। সে অবশ্যই জানে। এবং এসমস্ত মিত্রভাব নহে, কেবল বিদ্রূপ, ছলনা, এবং মিষ্টি মিষ্টি জুতা।

মিত্র শত্রু যাহাই হউক, উত্তর দিই কি না? যখন লোকটি গিয়া তাহাকে বলিয়াছে "পত্র দিয়াছি," তখন উত্তর দিতেই হইবে। কিন্তু কি উত্তর দিব? তবে লিখি—

"শরীর অসুস্থতা বশতঃ দেখা করিতে পারিলাম না।" পত্রের পৃষ্ঠে ইহা লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

প্রমথনাথ পত্র পাইয়া পুনরায় একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাই-লেন। পত্রখানি এই—

প্রিয় নিশানাথ!

তুমি যে জন্য আসিতে চাহিতেছ না আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি মনে করিও না যে, আমি তোমাকে দেখা করিবার ছলে বিদ্রূপ করিতে আসিয়াছি।

তুমি যাহা করিয়াছ আমি তোমাকে তাহার জন্য ক্ষমা করিলাম। ভাই, মানবতা দুর্ব্বলতা! সে জন্য কিছু মনে করিও না। বহুদিনের পর মৃতবন্ধু ফিরিয়া আসিয়াছে, তোমার একবার দেখা করিবার সাধ হয় না? আমি তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি; আমার বাল্যবন্ধুদিগের মধ্যে তুমিই কেবলমাত্র জীবিত, প্রাণ থাকিতে তোমাকে কোন কটুবাক্য বলিতে পারিব না, নিশ্চয় জানিও! আমি কেবল তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি। তুমি আসিবে, নতুবা আমি বড়ই ব্যথিত হইয়া ফিরিব। অধিক কি লিখিব—

পত্রখানি পাঠ করিয়া নিশানাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন।

প্রমথ! প্রকৃতই কি তুমি মিত্রভাবে আসিয়াছ? আমি যার হৃদয়সর্ব্বস্ব ধর্ম্মপত্নীকে আমার উপপত্নী করিবার জন্য যাহা করিতে নাই তাহাও করিয়াছি, সে আমার এখনও বন্ধু! সে আমাকে ক্ষমা করিয়াছে! প্রমথ! ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা! এত দিন আমি কাহাকেও লজ্জা করি নাই, কাহাকেও ভয় করি নাই; কিন্তু তোমার প্রকৃত বন্ধুত্ব এবং অসাধারণ সহিষ্ণুতা আজ আমাকে যারপরনাই লজ্জিত করিয়াছে—আমাকে মৃত্যুভয়ে কাঁপাইতেছে। প্রমথ! হে প্রকৃত বন্ধু! তোমার সহিষ্ণুতায় বুঝি আজ আমার প্রাণবধ করে। জানি না আর দেখা হইবে কি না।

পুনরায় বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া প্রমথবাবু লোকদ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার বিশেষ কার্য্য আছে, অধিকক্ষণ বিলম্ব হইলে তাঁহার ক্ষতি হইবে।

লোকটি গিয়া বলিলে, নিশানাথ উত্তর করিলেন "একটু সবুর করিতে বলগে"।

নিশানাথ এইবার মিমাংসা-চিন্তায় বসিলেন।

আমার ভয়ানক লজ্জা হইয়াছে—এই চক্ষু দুইটি না উঠাইয়া লইলে, যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব; আর মনের চক্ষু, জ্ঞান, তাহাও না মুদ্রিত হইলে আমি যাইতে পারিব না। তাহা করিতে হইলে একটু মাদক দ্রব্য পান করিতে হয়। যাহাহউক এ সকলে মিমাংসা কিছুই হইবে না। এক্ষণে যাই কি না? যাওয়া হইতেই পারে না; তবে পত্র লিখি। এইরূপে তিনি নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন;

দুর্লভ বন্ধু প্রমথ!

ভাই! মনে পড়ে কি, একটি কোন বিশেষ উপকারিতার জন্য আমি একদিন তোমার নিকট ঋণী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম? আমি ত সে ঋণের পরিশোধ উত্তমরূপই করিয়াছি। ভাই! এ নরকের পিশাচকে ও স্বর্গের দেবতার সম্মুখে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিও না। তোমার সহিষ্ণুতা এবং অমরীয় ক্ষমা আমাকে আজ লজ্জা দিয়াছে—এত অধিক, যে এখনি আমি এ ঘৃণিত জীবনের অন্ত করিব। ভাই! ক্ষমা করিবে, দেখা করিতে পারিলাম না। যদি কখনও এ পিশাচ নরক হইতে স্বর্গে উঠিতে পারে, তবেই দেখা হইবে, নতুবা এই পর্য্যন্ত।

তোমার হিতৈষি বন্ধু

নারকিক নিশা

এই পত্র পাঠমাত্র প্রমথনাথ লোকটিকে সঙ্গে লইয়া নিশানাথের কক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ।

তিনি কহিলেন—"নিশা! আমি আসিয়াছি, তুমি আমার দুইটি কথা শুন, তাহার পর যাহা হয় করিও—তুমি যদি আত্মহত্যা কর তাহাহইলে আমি জানিব আমিই তোমার এ অকালমৃত্যুর কারণ। তাহাহইলে এ চিরব্যথিত হৃদয় আরও ব্যথা পাইবে, এবং এ পোড়া জীবনে আর সুখের লেশমাত্রও থাকিবে না। যদি তুমি আমাকে কখনও একটু ভাল বাসিয়া থাক, সেই ভালবাসার দিব্য দিয়া বলিতেছি; আমার এই সামান্য অনুরোধটুকু রাখ দ্বার খোল।

নিশা ভিতর হইতে উত্তর করিল—আমি তোমাকে ভালবাসার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি। সেই ভালবাসার দিব্য ত? তাহা আমি অনায়াসে লঙ্ঘন করিতে পারি—আর, আমি নরকের কীট, আমার আবার দিব্যর ভয় কি?

প্র—আমার দিব্য একবার দ্বার খোল।

এইরূপ বাদানুবাদ হইতে হইতে নিরুপায় দেখিয়া দ্বার ভাঙ্গা হইল।

মধ্যে ছোরা হস্তে নিশা ঘোর নিশার ন্যায় দণ্ডায়মান—নিস্তব্ধ ও নীরব।

কেহই কক্ষে প্রবেশ করিতে সাহস করিল না। প্রমথনাথ সাহসপূর্ব্বক কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং যেন পুত্তলিকার হস্ত হইতে ছোরা কাড়িয়া লইলেন।

নিশা জ্ঞানশূন্যপ্রায়, কিন্তু মৃত্যুচিন্তা তাহাকে

সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়াছে—সে বাক্‌শূন্য পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান।

ক্রমে নিশার নিশা অবসান হইল, নিশা জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। অমনি তিনি অবশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। প্রমথ পার্শ্বে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

ক্রমে নিশার বিশেষরূপ জ্ঞান হইল. তিনি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। স্বাভাবিক নিশা প্রমথকে পার্শ্বে বসিয়া বাতাস করিতে দেখিয়া কিছু না বলিয়া একটু কাঁদিলেন। প্রমথ সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাকে লইয়া বাহিরে আসিলেন। এবং নিজের আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বলিতে লাগিলেন।

নিশা আর এখন লজ্জিত নহে। নিশার নিশা সেই ঘোর নিশায় মিশিয়া গিয়াছে। এখন নিশা উজ্জ্বল প্রভাত। তাই নিশা আর কিছুমাত্র লজ্জা করিতেছে না—যেন সব ভুলিয়া গিয়াছে।

তাহারপর প্রমথ নিশাকে বিশেষরূপ বুঝাইয়া বলিলেন যে, তাহার এক্ষণে কিছুদিন বিশেষ সাবধানে থাকা উচিত; এবং নিজেই প্রস্তাব করিলেন—"দুইজনে বহুদিন ছাড়াছাড়ি, এক্ষণে কিছু দিনের জন্য এক সঙ্গে থাকা হউক। আমি অতি শীঘ্রই বেনারস যাইব, আমার সঙ্গে তুমিও যাইবে"। নিশানাথ তাহাতেই মত করিলেন।

বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে দেখিয়া নিশা প্রমথকে কহিলেন "আজ আর যাওয়ার দরকার নাই, এইখানেই থাক। কাল সকালে এক সঙ্গে দুই জনে অশোকগ্রাম যাইব।" প্রমথ কহিলেন যে, তাঁহার বিলম্ব করিবার সময় নাই; তাঁহাকে অবিলম্বে

বেনারস যাইতে হইবে—তাহার পিতৃমাতৃহীন সহোদরগণ সেখানে অভিভাবকহীন।

নিশানাথ তাহাতে উত্তর করিলেন "তবে আর থাকায় দরকার নাই। দুই মাইল রাস্তা, এখনি যাইলে পঁহুছিতে সন্ধ্যা হইবে না। এইরূপে নিশানাথ এবং প্রমথনাথ দুইজন লোক সহ শকটারোহণে অশোক গ্রাম যাত্রা করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যাইতে যাইতে শকটোপরি এইরূপ কথোপকথন হইতে লাগিল।

নিশা—তোমার আর কি কি কাজ বাকী আছে?

প্রমথ—এক্ষণে কল্য আমার স্ত্রীকে একবার বন্ধুবর গোবিন্দের বাটী পাঠাইতে হইবে; তাঁহার স্ত্রী অনুরোধ করিয়াছেন; আর একটি প্রধান কার্য্য আছে, তাহার ভার, আমি মনে করিতেছি, তোমারই উপর দিব।

নি—আমি প্রস্তুত আছি, বলিলে তাহা আনন্দের সহিত সম্পাদন করিব।

প্র—স্বর্গীয় পিতৃদেব, শ্বশুর মহাশয়, এবং দুর্লভ বন্ধু গোবিন্দ—এই তিন মহাত্মার স্মরণচিহ্নস্বরূপ তিনটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এবং তাঁহাদের দিবসি—দিনে দরিদ্র-দিগকে দান এবং সাধুসেবা ইত্যাদির জন্য আমি তিন লক্ষ টাকা বন্দোবস্ত করিয়া যাইব। ঐ টাকার আয় হইতে এই সকল বাৎসরিক কার্য্য সমাধা হইবে। যাহাহউক এ সকল কার্য্য তোমার দ্বারাই হইতে পারিবে। তুমি বেনারস হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সমস্ত করিবে।

নি—আচ্ছা। আমার একটি সাধ আছে, শুনিবে কি?

প্র—স্বচ্ছন্দে বল। আমি তাহাতে বাধা দিব না।

নি—ভাই ! তোমার স্ত্রী আমার জননী, তাঁহার সতীত্ব চিহ্ন-স্বরূপ ঐ অশোকবনে ঐ সঙ্গে আর একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করা হইবে। তাহার খরচ এবং বন্দোবস্ত সমস্ত আমি করিব। আশা করি ইহাতে তোমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

প্র—স্বচ্ছন্দে করিতে পার।

নি—আমার আর একটি অনুরোধ আছে, শুনিবে কি ?

প্র—প্রাণপন চেষ্টা করিব, অসাধ্য হইলে ক্ষমা করিবে।

নি—আমার কন্যার সহিত তোমার এক ভ্রাতার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি। তাহাতে তোমার মত কি ?

প্র—সম্পূর্ণ।

নি—আর ত অশোকগ্রাম দেখা যাইতেছে। এক্ষণে, আমি কেমন করিয়া তোমার স্ত্রীর সহিত দেখা করিব। তিনি ত আমাকে পরম শত্রু বলিয়া জানেন। যাহাহউক ভাই, একবার আমাকে তাঁহার সম্মুখে যাইতে দিও, আমি তাঁহার চরণে ধরিয়া মার্জনা প্রার্থনা করিব। তিনি ক্ষমা না করিলে দেবতারাও আমাকে ক্ষমা করিতে পারিবেন না।

প্র—সে জন্য কোন চিন্তা নাই। তুমি যখন আমার সঙ্গে এরূপ মিত্রভাবে আমার বাটী যাইতেছ তখন সে নিশ্চয় তোমাকে, মিত্রভাবে দেখিবে, শত্রুভাবে দেখিবে না, জানিও ; এবং তোমাকে ক্ষমা করিবে, সন্দেহ নাই।

এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে তাঁহারা অশোক-গ্রাম পঁহুছিলেন। গ্রামস্থলোকেরা নিশানাথকে সঙ্গে দেখিয়া

আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁহারা বাটী পঁহুছিলেন।

প্রমথনাথের স্ত্রী নিশানাথকে সঙ্গে দেখিয়া ভাবিলেন—একি ব্যাপার! যে আমাকে কত লাঞ্ছনা, কত অকথ্য কষ্ট দিয়াছে, যে আমার সতীত্ব নষ্ট করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, স্বামী এখনও তাহার মিত্র! অবশ্য ইহার মধ্যে কোন গূঢ় কথা থাকিবে। যাহাহউক, যখন আমার স্বামী তাঁহাকে মিত্রভাবে দেখিয়াছেন তখন আমার আর তাঁহাকে শত্রুভাবে দেখা উচিত নহে, বিশেষতঃ আমাদের বাটী আসিয়াছেন।

নিশানাথ ঐ রমণীরত্নকে দেখিবামাত্র প্রমথকে কহিলেন "আমাকে এখনি একবার বাটীর মধ্যে লইয়া যাওয়া হউক"।

প্রমথনাথ নিশানাথকে লইয়া বাটীর মধ্যে যাইলেন। নিশানাথ তাঁহার স্ত্রীর চরণে পড়িয়া করপুটে এই কথাগুলি বলিতে লাগিলেন—

"মাতঃ ভগবতি! সতি! আপনাকে আমি যে সকল অযাক্ত কষ্ট দিয়াছি তাহা মনে হইলে ঘোর নরকযন্ত্রণা অনুভব হয়। মা! এক্ষণে নিজগুণে এ দাসকে ক্ষমা করিতে হইবে। আপনি না ক্ষমা করিলে আমার এ অপরাধের ক্ষমা দেবতারাও করিতে পারিবেন না।

রমণীর কোমল হৃদয় অমনি গলিয়া গেল।

তিনি কহিলেন—"আপনি যখন আমার স্বামীর সঙ্গে আমার গৃহে আসিয়াছেন তখনি আমি বুঝিয়াছি আমার স্বামী আপনাকে ক্ষমা করিয়াছেন। আমার স্বামী যখন আপনাকে ক্ষমা করিয়াছেন তখন আমার কি আর ক্ষমা করিতে বাকী

আছে? আমি হৃদয়ের সহিত বলিতেছি আমি আপনাকে ক্ষমা করিলাম, আপনি আর কিছুমাত্র দুঃখ করিবেন না। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ আছে, তাহা আপনাকে রাখিতেই হইবে—আর যেন কোন সতীর সতীত্বের উপর কখনও আক্রোশ করিবেন না।

তাহাতে নিশা গদ্গদস্বরে কহিলেন—"মা! সে বিষয় আর আমাকে কিছুই বলিতে হইবে না। আমি তাহা বিশেষরূপ শিক্ষা পাইয়াছি। আমি কি উপায়ে বাঁচিয়াছি তাহা আপনি আপনার স্বামীর নিকট অবগত হইবেন। আপনার আশী-র্ব্বাদে নারকিক নিশা এক্ষণে উজ্জ্বল নিশানাথ হইয়াছে, জানিবেন।"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় প্রমথ নিশার প্রতি লক্ষ করিয়া কহিলেন "ঢের হ'য়েছে, আর কাজ নাই"।

সকলে একটু হাঁসিলেন। নিশাও হাঁসিলেন। সকলে হাঁসিতে হাঁসিতে আপনাপন কার্য্যে গমন করিল। নিশা ও প্রমথ বহির্ব্বাটিতে গল্প করিতে লাগিলেন।

অদ্য চারুশশীদের কিছুরই অভাব নাই। নানা প্রকার অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করা হইয়াছে। আহারাদি সমাপ্ত হইল। রাত্রি অনেকটা হইয়াছে। গ্রামের সকলেই প্রায় শুইয়াছে। এমন সময়ে বাহিরে বসিয়া নিশা ও প্রমথ দুই বন্ধু মধ্যে পুনরায় কথোপকথন হইতে লাগিল।

নি—শুনিতেছি তুমি আর এ দেশে ফিরিবেনা, বেনারসেই বাস করিবে, এরূপ মনস্থ করিয়াছ? আমার বিবেচনায় এ জীবনের শেষ কয়টা দিন এক সঙ্গে কাটাইয়া দিলে

ভাল হইত। তুমি এখানে থাকিবে না কেন? তোম
কি এখানকার জন্য একটু মায়া হয় না?

প্রমথ—কি জন্য ভাই, এখানে কি আর সুখ আছে? যেখানে পিতা রাজত্ব করিয়া অবশেষে ভিখারীর বেশে বাহির হইয়া গিয়াছেন, সে স্থানের আবার মায়া কিসের ভাই? কেবল তোমাদের জন্য, এবং ঋণ পরিশোধের জন্য এখানে আসিয়াছি! আর কি এস্থানে থাকিব? মনেও স্থান দিও না। আর কোন্ সুখেই বা থাকিব ভাই? এ জীবনে কি আর সুখের আশা আছে? প্রাণের বন্ধু গোবিন্দ মরিয়া গিয়াছে। মাতা, পিতা, শ্বশুর, সকলি গিয়াছেন। কাহাকে লইয়া জগতে থাকিব? যাহার জন্য জীবনকে তুচ্ছ মনে ভাবিয়া তোমাদের বন্ধুত্ব ছাড়িয়া প্রিয়তমাকে যারপরনাই যাতনা দিয়া হা অর্থ যা অর্থ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছি, সেই পিতৃদেবের একবার দর্শন পাইলাম না। ভাই, আমার আবার জীবনে সুখ! ভাই, এ জীবনে সুখের আর আদৌ আশা নাই। এখন মরিয়া সেই স্বর্গীয় আত্মস্বজনদিগের সহিত মিলিত হইতে পারিলেই সুখ।

আর এ সংসারেই বা সুখ কোথায়? ক্ষণকালের জন্য সুখ, আবার তাহার পর দুঃখ। আবার যদি সুখ হইল, আবার দুঃখ হইবে। একাধারে সুখ জগতে নাই। তাহা স্বর্গের বস্তু। এই ত পিতা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ছিলেন—কত দান, কত মান, কত কি ছিল—কই সব থাকিল কি? একটি নিশ্বাসের ভর সইল না। অবশেষে তাঁহাকেই দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে

গছে। কেহ কি তখন একবার ভাবিয়াছিল তাঁহার ঐ দশা হইবে?

আমিই ত রাজপুত্র ছিলাম,—কত ভোগ, কত সম্ভোগ, কত উপভোগ করিয়াছিলাম। আবার মধ্যে দুঃখের জ্বালায় গৃহত্যাগ করিতে হইয়াছিল। দ্বাদশবর্ষকাল মৃত্যুচ্ছলে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি। আবার সে অর্থও কোন দিন নষ্ট হইয়া যাইবে। অত সমস্ত বন্ধুবান্ধব, পিতা, মাতা কত কি ছিল। কই কেহ থাকিল কি? দ্বাদশবৎসের মধ্যে যেন একটি যুগের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় পৃথিবীর সমস্ত বস্তুই এইরূপ। সামান্য দেখ, আমাদের পৃথিবী একটি ভাঁটার মত, অবিরত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমরা ত তাহারই বাসিন্দা? এই ভারতবর্ষ ধনে, মানে, বুদ্ধিতে, কৌশলে, জগতের মধ্যে প্রধান স্থান ছিল। লোকে 'ভারত ভূ' "ভূ ভারত" বলিয়া জানিত! কই তাই কি চির দিন থাকিল?

ঐ রোম্ গ্রীস্ পৃথিবীতে একটা মহা হুলুস্থুল হইয়া উঠিয়াছিল। এখন সে গ্রীস্ রোম কোথায়?

ভাই সুখের কথা আর তুলিও না। এ জগৎ সুখের স্থান নহে। এ পরিবর্ত্তনশীল জগতে লইবার কিছুই নাই—কেবল দেখিয়া যাও, বুঝিয়া যাও, চলিয়া যাও।

উপসংহার।

স্বল্পজ্ঞান অল্পপ্রাণী মানব—আমরা ঈশ্বরের [illegible] কিছুই বুঝিতে পারি না। প্রায়ই আমরা তাঁহার কার্য্য প্রণালীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া থাকি।—আমরা তাঁহার প্রণালী অন্যায় বলিয়া কহিয়া থাকি। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায়, আমাদিগের প্রতি একটি বিধানও তাঁহার অন্যায় নহে। প্রত্যেকটি ন্যায় এবং সত্য। ইহাই যিনি বুঝিয়াছেন তিনিই মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং উন্নত। এই আখ্যায়িকাটি তন্ন তন্ন করিয়া অধ্যয়ন করিলে তাহা প্রমাণিত হইবে।

আমাদের জগত একটি প্রকাণ্ড মহাপাঠশালা, যথায় আমরা ছাত্ররূপে শিক্ষিত হই। প্রতিকূল আমাদিগের গুরুমহাশয়। তাঁহার তাড়না আমাদের হিতের নিমিত্ত। কিন্তু নির্ব্বোধ বালক আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। সত্যের জয়, মিথ্যার পরাজয়, পুণ্যের পুরস্কার এবং পাপের শাস্তি, এই সকল এখানে হাতে হাতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

চারুশশী প্রকৃত সতী। সে তাহার মৃত স্বামী পুনরায় প্রাপ্ত হইল। প্রমথর উদ্দেশ্য পিতার ঋণ পরিশোধ করা; উদ্দেশ্য মহৎ, তাই তাহা সিদ্ধ হইল। তিনি মিথ্যা রটনা করিয়াছিলেন, তাই তিনি জীবনে আর সুখ পাইলেন না।

সম্পূর্ণ।

কয়েকটি কথা

পাঠকগণ! আমার পুস্তকখানি পাঠ করিলেন, আমার বিবরণ কিঞ্চিৎ পাঠ করুন।

আমি একজন সামান্য ছাত্র—"B. A. Fourth—year class পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছি" এই আমার সর্ব্বস্ব পরিচয়। আমি একজন জানিত ছাত্র বা কোন উজ্জলবৃত্তিধারী নহি। যাহাহউক আমার কিঞ্চিৎ বিশেষ বিবরণ পাঠ করুন।

১৮৯৩ সালে Entrance পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সঙ্কীর্ণজ্ঞান ক্ষুদ্রবালক আমি, উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত কলিকাতায় আগমন করি। "এফ, এ" পড়িতে পড়িতে Milton's Paradise lost পাঠ করিয়া আমি যেন এক নূতন জগতে বিক্ষিপ্ত হইলাম। আমার কবি হইতে বড় সাধ হইল। তদবধি আমি ইংরাজিতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি। ক্রমে কবিতা আমার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিল। পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া আমি কবিতা লইয়া থাকিলাম। আমার স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষেরা ক্রমে তাহা জানিতে পারিলেন। তাঁহারা আমাকে তিরস্কার করিলেন। আমি কবিতা লেখা ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু তাহা বাহ্যিক মাত্র। আমি লুকাইয়া লুকাইয়া কবিতা লিখিতাম। কিন্তু তাহা বাহির করিবার উপায় নাই, বাহির হইলেই বিপদ। কবিতা আমিই লিখিতাম, আমিই পড়িতাম। কাকে বকে কেহ শুনিতে পাইত না। ক্রমে এফ এ পরীক্ষা সমাগতা, মোটে দুই মাস বাকী—কিছুই প্রস্তুত নাহি—সমস্ত একেবারে নূতন! যাহাহউক কিছু দিনের জন্য কবিতার নিকট বিদায় লইলাম। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এফ, এ,

কয়েকটি কথা

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

পুস্তকখানি একটি সম্পূর্ণ আখ্যায়িকার শেষ অংশ। প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদ কোন রমণীর অকালবৈধব্য সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। বিশেষ বিবেচনার সহিত ঐ তিনটি পরিচ্ছেদ পাঠ করা উচিত। প্রত্যেক ছত্রের অর্থ আছে, প্রত্যেক কথার অর্থ আছে।

কল্পনাটি একেবারে নূতন এবং সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব। চরিত্র-স্ফোটন লেখার প্রধান উদ্দেশ্য।

স্বীকার করি, ভাষার তাদৃশ প্রাঞ্জলতা নাই, বা ভাষা তাদৃশ বিশুদ্ধ নহে। কিন্তু মধুরতা, অল্প বা অধিক, স্থানে স্থানে আছে। শুনিয়া থাকি পাঠকগণ বৃহৎ বৃহৎ নভেল এক ঘণ্টায় সমাপ্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি শেষ করিতে তাঁহাদের দ্বিগুণ সময় লাগিবে।

প্রথম পাঠকালে পাঠকগণের মনে একরূপ ভাব হইবে, দ্বিতীয়বারে ভিন্ন ভাব হইবে। স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি যিনি যতবার পাঠ করিবেন তিনি তত নূতন নূতন সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবেন, নতুবা এই আখ্যায়িকা বৃথা লিখিলাম।

শ্রীমহাদেব পাঠক।

সংসদ